A

TALE

FROM THE BIKRAMORBASHEE

OF KALIDASA

BY

RAMSADAYA BHATTACHARJEA.

বিক্রমোর্ব্বশী।

কালিদাসপ্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের

উপাখ্যান ভাগ।

শ্রীরামসদয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

CALCUTTA :

THE SANSKRIT PRESS.

1859.

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল, ইহা মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে, উপাখ্যানটী মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অনেক স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে। অতএব সংস্কৃতাভিজ্ঞ মহাশয়গণের নিকট আমার এই নিবেদন, যে সাধারণের নিকট কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশীর এরূপ কদাকারে পরিচয় দান নিবন্ধন অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যেন আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। আর সংস্কৃতানভিজ্ঞ মহাশয়দিগের নিকট এই প্রার্থনা যে এই অনুবাদিত গল্পটী মাত্র পাঠ করিয়া যেন বিক্রমোর্ব্বশীর রসবত্তার উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারিত না করেন।

ইহার অল্পভাগ লিখিত হইলে, অভিজ্ঞবর ৺ তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় দেখিয়া ও কোন কোন স্থান সংশোধিত করিয়া উৎসাহ প্রদাদ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক প্রস্তুত হইলে শ্রীযুত মাখন লাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবিশেষ পরিশ্রম ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক সাহায্য করেন। অনন্তর সমস্তভাগ প্রস্তুত হইলে শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুকে দেখিতে দি, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিজ্ঞগণসমক্ষে প্রদর্শনযোগ্য বলিয়া সাহস প্রদান করেন।

অনন্তর কিরূপে মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় সংগ্রহ করিব ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। পরিশেষে গোবর্ডাঙ্গানিবাসী প্রধান ভূম্যধিকারী শ্রীযুত বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার মুখে সবিশেষ শ্রবণ করিয়া স্বীয় অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সহস্র খণ্ড মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়া সে চিন্তার অবসান করিলেন; ফলতঃ উল্লিখিত মহামহিম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অলোকসামান্য অনুগ্রহলাভ না হইলে ইহা মুদ্রিত করা আমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি বাঙ্গালা ভাষানুরাগী মহাশয়সমাজের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা লাভ হয়, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

শ্রীরামসদয় শর্ম্মা

খাঁটুরা মডেল স্কুল।
১০ ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১৬।

বিক্রমোর্ব্বশী।

প্রথম অঙ্ক।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পুরূরবা নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। এক দিবস তিনি গঙ্গাতীরে ভগবান সূর্য্যদেবের পূজা বন্দনাদি সমাপন করিয়া ভবনাভিমুখে রথারোহণে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে অপ্সরাগণের এই করুণধ্বনি তাঁহার শ্রবণগোচর হইল, "হে অম্বরবিহারী সুরপক্ষপাতী মহাত্মগণ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন"। রাজা শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অভয় প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত এমন কাতরস্বরে রোদন করিতেছ, কি হইয়াছে? সবিশেষ অবগত হইলে সাধ্যানুসারে প্রতিবিধানের চেষ্টা পাই। অপ্সরাগণ, অসামান্য তেজস্বী সুরেন্দ্রবন্ধু মহারাজ পুরূরবাকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন মহারাজ! রূপাভিমানিনী ভামিনীগণের অবমানভূমি এবং দেবরাজের, উগ্রতপা তাপসগণের সমাধিভঙ্গ করিবার সুকুমার অমোঘ বাণ, আমাদের প্রিয়বয়স্যা উর্ব্বশী, কোন

প্রয়োজনবশতঃ অলকাপুরী গমন করিয়াছিলেন; প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে এক দুর্ব্বৃত্ত দানব চিত্রলেখার সহিত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

নরপতি অসুরোপদ্রব শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বলিতে পার দুরাত্মা কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে? তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! এই ঈশান দিক্ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছে। তখন তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, হে সুরবিলাসিনীগণ! বিপদ্‌কালে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই উচিত। এ সময়ে নিতান্ত অধীর হইলে আন্তরিক ক্লেশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই লাভ নাই; অতএব তোমরা শোকাবেগ সম্বরণে সযত্ন হও, আমিও তোমাদিগের প্রিয়সখীকে প্রত্যানয়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা করি তোমরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিবে? তাঁহারা বিনীত বচনে কহিলেন মহারাজ! এই সম্মুখবর্ত্তী হেমকূট পর্ব্বতের শিখরদেশে থাকিয়া মহারাজের বিজয় প্রার্থনা করিব।

অনন্তর মহীপাল সারথিকে ঈশানকোণে রথ চালনা করিতে আদেশ করিলেন। সারথি দ্রুতবেগে রথ চালাইতে লাগিল। রাজা সারথিকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, সূত! রথ যেরূপ বেগে চলিতেছে, বোধ হয় গরুড়ও এরূপ বেগে চলিতে পারে না। দেখ! রথরয় দ্বারা মেঘাবলী চূর্ণিত হইয়া ধূলিকণার ন্যায় অগ্রে অগ্রে উড়্-

ডীন হইতেছে, চক্র সকল এমত বেগে ঘুরিতেছে, বোধ হইতেছে যেন অরপংক্তির মধ্যে অন্য এক অরাবলী বিন্যস্ত হইয়াছে,বাহগণের শিরঃস্থিত চামর সকল চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং যে সকল ধ্বজপট রথের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল, সে সকল নিতান্ত প্রান্তবর্ত্তী হইয়াছে। এইরূপ কহিতে কহিতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, অপ্সরাগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, সখি! মহারাজ আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন। আইস আমরাও নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করি, এই কথা কহিয়া সকলে হেমকূটাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রম্ভা মেনকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! মহারাজ কি আমাদের মর্ম্মবেদনা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন? মেনকা কহিলেন সখি! তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতেছে কেন? তিনি কহিলেন প্রিয়সখি! হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণকেও দুর্বৃত্ত দানবগণের দমনার্থ আয়াস পাইতে হয়। ইনি সামান্য ভূপতি হইয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। মেনকা কহিলেন অয়ি অধীরে! সবিশেষ জান না, এই নিমিত্তই তোমার ইঁহাকে সামান্য পৃথিবীস্থ লোকের ন্যায় পরাক্রমশূন্য বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি জানি, সুরপতি, অসুরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিশেষ সাহায্য প্রত্যাশায় ইঁহাকে সবহুমানে সেনাপত্যে বরণ করিয়া থা-

কেন। রম্ভা কহিলেন প্রিয়তমে! স্নেহের কেমন প্রকৃতি, পদে পদে অনিষ্ট আশঙ্কা উপস্থিত হয়। যাহা হউক, প্রার্থনা করি মহারাজ নির্ব্বিঘ্নে বিজয়ী হউন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এদিকে নরপতি দুরাত্মাকে পরাজিত ও তাহার প্রাণদণ্ডার্থে বায়ব্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উর্ব্বশী সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে মেনকা সহসা গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, রাজার রথস্থিত ধ্বজদণ্ড দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইয়া কহিলেন সখি! প্রত্যাশিত হও; আর তোমার সন্দিহান হইবার আবশ্যকতা নাই, মহারাজ প্রত্যাগত হইলেন। ঐ দেখ তাঁহার কুরঙ্গলক্ষিত রথ লক্ষিত হইতেছে; ইনি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া পরাঙ্মুখ হইবার পাত্র নহেন। মেনকার এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে সকলেই এককালে সম্মুখ হইয়া নির্নিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে উর্ব্বশী হরণসময়ে দুষ্ট দানবের বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে অসুরহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াও তদবস্থ রহিলেন, ইহা দেখিয়া চিত্রলেখা ও রাজা উভয়েই তাঁহার মোহাপনয়নার্থ নিতান্ত উৎসুক হইলেন। চিত্রলেখা করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন সখি! আশ্বাসিত হও; আর কেন অকারণে আমাদিগকে মধুর সম্ভাষণে বঞ্চিত কর! রাজা কহিলেন সুন্দরি! আশ্বাসিত হও; বৃথা

কেন ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে নিতান্ত ব্যাকুল করিতেছ ; ত্রিলোকরক্ষিতা ভগবান দেবরাজের পরাক্রম প্রভাবে তোমার অসুরকৃত নিগ্রহাশঙ্কার সম্যক্ নিরাকরণ হইয়াছে ; এক্ষণে উষাকালীন নলিনীর ন্যায় আকর্ণ বিস্তৃত নয়নকমল উন্মীলন করিয়া আমাদের বিষণ্ন হৃদয়কে পরিতৃপ্ত কর। নৃপতির এরূপ প্রবোধ বাক্যেও উর্ব্বশীর মোহ শান্তি হইল না দেখিয়া চিত্রলেখা বিষণ্ন হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এপর্য্যন্ত ইহার সংজ্ঞালাভ হইল না! কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই জীবিত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে! কি হইল! বুঝি প্রতিকূল দৈব এত দিনে আমাদিগকে প্রিয়সখীর বিয়োগ দুঃখে চিরদুঃখিনী করিল! ভূপতি তাঁহার তাদৃশ করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন তুমি অকারণে এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? ইনি অসুরভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এপর্য্যন্ত মুগ্ধ ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছেন ; নতুবা আর কিছুই নয়। ঐ দেখ ইহাঁর হৃদয়স্থিত মন্দারমালা বারংবার কম্পিত হইয়া কেবল ভয়কম্পই প্রকাশ করিতেছে।

চিত্রলেখা রাজার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে উর্ব্বশীর বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভয় জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করত গদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন সখি! ধৈর্য্য অবলম্বন কর ; কেন এমন অধীরা হইয়া অপ্সরা জাতিকে অধীরাপবাদে দূষিত করিতেছ।

অনন্তর নরপতি উর্ব্বশীর প্রতি নয়ন পাত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! হায়! এপর্য্যন্ত ইহার ভয়ের কিছুমাত্র উপশম হইল না! স্তনাবরণকম্পদ্বারা হৃৎকম্প স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। কি করি, কি উপায়ে ইহার মোহাপনোদন করি, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে, উর্ব্বশী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় সচেতন হইয়া উঠিলেন। ভূপতি তাঁহাকে প্রবোধিত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিতে লাগিলেন, চিত্রলেখে! ঐ দেখ তোমার সহচরী প্রকৃতিস্থা হইলেন। চন্দ্রোদয়ে ধ্বান্তজাল উন্মীলিত হইলে, যামিনীর যেরূপ রমনীয়তা জন্মে, নিশাকালে নির্ধূম অগ্নিশিখা যেমন দেদীপ্যমান হয়, এবং গঙ্গাপ্রবাহ তীর মৃত্তিকা পাত দ্বারা কলুষিত হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই যেমন নির্ম্মল রূপে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ তোমার প্রিয়সখী মোহমুক্ত ও নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া নয়নের প্রীতিকর মনোহর আকৃতি ধারণ করিলেন। চিত্রলেখা রাজার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে উর্ব্বশীর শরীরে নয়ন পাত করিলেন, এবং তাঁহাকে বাস্তবিক প্রবুদ্ধ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! এক্ষণে বিশ্বস্তা হও; শরণাগত রক্ষিতা মহারাজ পুরূরবা দেবদ্বেষী দুষ্ট দানবকে দূরীকৃত করিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন। উর্ব্বশী নয়ন যুগল উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! ভগবান সুরপতি কি আমার হৃদয়শল্য উন্মূলিত করিলেন?

চিত্রলেখা কহিলেন, সখি! দেবরাজ স্বয়ং করেন নাই। কিন্তু তাঁহারই প্রিয়সুহৃৎ মহাপ্রভাবশালী চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ পুরূরবা অসামান্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয় যাতনার অবসান করিয়াছেন। উর্ব্বশী এই বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র উৎসুক নয়নে নরপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনোরম মধুরাকৃতি দর্শনে মোহিত হইলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! জন্মাবচ্ছিন্নে কখন এরূপ রূপমাধুরী আমার নয়নগোচর হয় নাই! এক্ষণে, অসুরকৃত অপকার উপকার রূপে পরিণত হইল। ভূপতিও সতৃষ্ণ নয়নে উর্ব্বশীর অলৌকিক রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বকালে ভগবান বাসুদেব নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া বদরিকাশ্রমে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বর্গাধিপতি তাঁহার ঘোরতর তপস্যায় সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া সমাধিভঙ্গার্থে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি কতিপয় সুরবিলাসিনীকে প্রেরণ করেন; তখন তিনি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনার্থে উরুদেশ হইতে ইহাঁকে আবিষ্কৃত করিয়া তাহাদিগের সৌন্দর্য্যাভিমানের সম্যক্ নিরাকরণ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন প্রবাদ দ্বারা লোকে ইনি উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাঁকে তপোধনের সৃষ্টি বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে না। বোধ হয়,লোচনানন্দদায়ী সুধাকর স্বীয় সৌন্দর্য্যের অস্থায়িতা দোষ শান্তির নিমিত্ত ইহাঁর এই অনুপম মোহন

মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন, অথবা পঞ্চবাণ অনবরত শরাসনে শর সন্ধানাদি আয়াস নিবারণার্থ এই এক অপুনঃসন্ধেয় অমোঘ বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, কিম্বা বসন্তরাজ নিজ বাসন্তী শোভার একস্থানস্থায়িতা সম্পাদনার্থ ইহাঁকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন, নতুবা জরাজীর্ণ বিষয়বিমুখ বেদাভ্যাসজড় তপোধন হইতে এরূপ অসুলভরূপ লাবণ্যের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত।

অনন্তর সহচরীগণ স্মৃতিপথারূঢ় হইলে উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি! তুমি বলিতে পার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বয়স্যাগণ কোথায় আছেন। তিনি কহিলেন সখি! আমি প্রথমাবধি তোমারই সমভিব্যাহারে আছি কিরূপে তাঁহাদের সমাচার জানিব, অভয়প্রদায়ী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইতে পারিবে।

নরপতি তাঁহার প্রার্থনা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই কহিলেন সুন্দরি! সহচরীগণ তোমার অদর্শনে শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখ! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে একবার যাহার নয়নপথের পথিক হইয়াছ, তোমার অদর্শনে সে ব্যক্তিও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হয়; সহসম্বর্দ্ধিত ও সমদুঃখসুখ সখীজনের কথা কি কহিব। উর্ব্বশী রাজার এতাদৃশ বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাঁর এই সুমধুর বাক্য আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল, অথবা সুধাকর হইতে সুধা বই আর কি নির্গত হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবিয়া নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! তাঁহারা নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন বলিয়াই আমার হৃদয় এত ব্যাকুল হইতেছে। অতএব এক্ষণে তাঁহারা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া আমার উৎকলিকাতপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করুন, তখন তিনি হেমকূট পর্ব্বতের অনতি দূরে উপনীত হইয়াছিলেন, এজন্য অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন। ঐ দেখ, লোকে উপরাগমুক্ত নিশাকরকে যেমন উৎসুক নয়নে অবলোকন করে সেইরূপ তোমার সহচরীগণ হেমকূট পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া দানবহস্তবিমুক্ত তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন। উর্ব্বশী সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বয়স্যাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রম্ভা ক্রমে ক্রমে নৃপতিকে প্রত্যাসন্ন হইতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, সখি! ঐ দেখ মহারাজ চিত্রলেখা সমভিব্যাহারিণী উর্ব্বশীকে লইয়া উপনীত হইলেন। বোধ হইতেছে যেন ভগবান তারকাপতি প্রিয়তমা বিশাখা সমভিব্যাহারে মর্ত্ত্য ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। মেনকা সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিয়া কহিলেন সখি! এ উভয়ই আমাদের অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়; প্রিয়সখী অসুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং মহারাজও অক্ষত শরীরে অক্ষয় যশোরাশি উপার্জ্জন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

নরপতি ক্রমে ক্রমে হেমকূটের উপরিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সারথিকে বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক অবতরণ করিতে আদেশ করিলেন। সারথি ভূপতির আদেশানুসারে রথ স্থির করিয়া ক্রমে ক্রমে নামাইতে লাগিল; নামাইবার সময় রথের ঈষৎ কম্প উপস্থিত হওয়াতে উর্ব্বশী শঙ্কিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চিত্রলেখা ভ্রমে নরপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা তাঁহার সুখস্পর্শ বাহুলতিকা স্পর্শে পুলকিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এত দিনে আমার ইন্দ্রিয়গণ চরিতার্থ হইল, এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমনীর স্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখানুভব করা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। উর্ব্বশী রাজাঙ্গস্পর্শে অবলাজনসুলভ শালীনতাবশম্বদতায় নম্রমুখী হইয়া চিত্রলেখার নিকট কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিলেন; চতুরা চিত্রলেখা তাঁহার অঙ্গে স্মরদশার স্পষ্ট আবির্ভাব দেখিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, এক্ষণে তুমি যেরূপ স্থান পাইয়াছ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান দিতে আমার ক্ষমতা নাই।

এদিকে রম্ভা সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ মহারাজ নিতান্ত সন্নিহিত হইলেন আর বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না; আইস, আমরা অগ্রে গিয়া ইহাঁর যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করি এই কথা কহিয়া সকলেই সত্বর গমনে প্রত্যুগমন করিলেন।

ভূপতি তাঁহাদিগকে রথের নিকটে উপনীত হইতে দেখিয়া রথ স্থির করিতে আদেশ করিলেন এবং কহিলেন সূত! ঐ দেখ অপ্সরাগণ একান্ত উৎসুক হইয়া এ-

পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন এবং ইহাদের সহচরীও অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন; অতএব ইহাঁরা পরস্পর সঙ্গতা হইয়া বাসন্তী লতার ন্যায় নয়নের রমণীয়াকৃতি ধারণ করুন। সারথি রথ স্থির করিবামাত্র অপ্সরাগণ সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন মহারাজ! আপনার অসুরজয় অদ্ভুত কীর্ত্তি ত্রিলোকীতলে বিস্তীর্ণা ও পল্লবিতা হইল। রাজা কহিলেন তোমাদেরও সখীসমাগমে আনন্দের পরিসীমা নাই। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময়ে, উর্ব্বশী চিত্রলেখার হস্ত অবলম্বন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অশ্রুপুর্ণ নয়নে ও স্খলিত বচনে কহিলেন, বয়স্যাগণ! তোমরা সকলেই এককালে আমাকে একবার গাঢ় আলিঙ্গন কর। আমার এক ক্ষণের নিমিত্তও এমন আশা ছিল না যে, পুনর্ব্বার তোমাদিগের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে পাইব। তাঁহারা কহিলেন সখি! আর কেন সে দুর্ব্বিষহ শোকাগ্নির উত্তেজনা কর। যখন হতভাগ্য দানব তোমাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন দিগ্বলয় অন্ধকারময়, জগৎ অরণ্যময়, হৃদয় শূন্যময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কি করি কোথায় যাই কাহারই বা শরণাগত হই কেই বা আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া এই দুঃসহ ক্লেশের অবসান করিবেক, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, তদবধি আমাদের রোদন ভিন্ন আর কোন বিনোদনের উপায় ছিল না। দেখ! তোমার বিরহে আমাদিগের কি

দুরবস্থা ঘটিয়াছে, দিব্যভূমিসঞ্চারিণী হইয়াও এই নির্ম্ম-নুষ্য পর্ব্বত শিখরে অবস্থান করিতে হইয়াছে; আমরা এমন প্রত্যাশা করি নাই যে, তুমি পুনর্ব্বার আমাদের নয়-নের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে; যাহা হউক, আইস এক্ষণে একবার তোমাকে হৃদয়স্থা করিয়া বিয়োগ তপ্ত দগ্ধ জীব-নকে সুশীতল করি। এই কথা কহিয়া সকলে বাস্পাকুল নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং মেনকা কহি-লেন মহানুভাব নরপতির অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমরা এই অপহৃত অমূল্য সৌহার্দ্দরত্নে চিরদিন বঞ্চিত হই-তাম; অতএব প্রার্থনা করি ইনি অব্যাঘাতে এই আ-কল্পান্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করুন।

অনন্তর সারথি গগণমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া এক রথের ধ্বজদণ্ড দেখিতে পাইলেন। এবং গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্ররথকে অবলোকন করিয়া কহিলেন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র রথ আগমন করিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতেই চিত্ররথ রাজসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অলোক সামান্য বাহুবলে জগতীতলে বিজয়ী হইলেন। নরপতি প্রিয়বন্ধু চিত্ররথকে সমাগত দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং প্রথমসমাগমোচিত স্বাগত প্রভৃ-তি শিষ্টাচারপরম্পরা সমাপন করিয়া পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সখে! সময়োচিত বেশ ভূষা পরিগ্রহ করিয়া কোথায় গমন করি-য়াছ? তিনি কহিলেন সখে! দেবরাজ, দুরাত্মা কেশীকৃত উর্ব্বশীর নিগ্রহ সমাচার অবগত হইয়া তন্নিবারণার্থ আ-

মার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তাঁহার আদেশানুসারে স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে বিমানচারিগণের মুখে তোমার বিজয় বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তুমি এই অসমসাহসিকতা প্রকাশ করাতে দেবরাজের মহৎ উপকার হইয়াছে। দেখ! ভগবান নারায়ণ উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার যে উপকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি দানব হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া সেই উপকারকে বিশেষিত করিলে। রাজা কহিলেন সখে! এমন কথা কহিও না; আমা হইতে সুরপতির উপকার হইবে এমন কি ক্ষমতা আছে, কেবল তাঁহার অনুগ্রহবলেই আমি এই দুষ্কর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি। দেখ! কেশরী করিকুলকে স্বয়ং বিনষ্ট না করিলেও তাহার গভীর গর্জ্জনের প্রতিধ্বনিতে কত শত হস্তী প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। চিত্ররথ কহিলেন সখে! তোমার যে রূপ প্রবল পরাক্রম, এ বিনয় তাহার অনুরূপই বটে; যাহা হউক, এক্ষণে উর্ব্বশীকে লইয়া একবার অমরাবতী গমন করিলে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হই। রাজা কহিলেন, সখে! এক্ষণে দেবরাজ দর্শনে যাইবার অবকাশ নাই; অতএব তুমিই আমার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহাঁকে লইয়া গিয়া দেবরাজের প্রমোদ পরিবর্দ্ধন কর। অনন্তর চিত্ররথ অপ্সরাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমারা ত্বরায় সুরলোক গমনের উদ্যোগ কর দেব-

রাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। চিত্ররথের আদেশানুসারে অপ্সরাগণ সকলেই এক কালে গমনোন্মুখ হইলে উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে কহিলেন সখি! যাইবার সময় মহোপকারী মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি লজ্জাবেশে সহসা সম্মুখীন হইতে পারি না; অতএব তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া ইহাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা কর। অনন্তর চিত্রলেখা রাজসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন মহারাজ! আমাদের প্রিয়সখি উর্ব্বশী নিবেদন করিতেছেন, যে আমার একান্ত বাসনা ছিল কিছু দিন মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া এই হত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পরাধীনতা তাহাতে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল; কি করি, মহারাজ যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে অনুমতি হইলে মহারাজের যশোরাশি সমভিব্যাহারে আমরা সুরলোকে গমন করি। রাজা কহিলেন স্বামিনিদেশলংঘন করিতে বলিতে পারি না, কিন্তু পুনর্ব্বার যেন তোমাদিগের দর্শন পাই। এই বলিয়া তাহাদিগকে অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন। ক্রমে অপ্সরাগণ প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, উর্ব্বশী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পা উঠিতেছে না। কি আশ্চর্য্য! যত বার অবলোকন করিতেছি, ততই দর্শনস্পৃহার আতিশয্য হইতেছে; কিরূপে ইহাকে দৃষ্টিপথের অগোচর করি। এইরূপ ভাবিতে

ভাবিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন, এবং দুই চারি পা গমন করিয়া, লতা বিটপে আমার একাবলী লাগিয়া গেল, এই ছল করিয়া মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাজার অলৌকিক রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, সখি চিত্রলেখে! লতাবিটপ হইতে এই চঞ্চল একাবলীকে খুলিয়া দাও। চিত্রলেখা তাঁহার আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, সখি! একাবলী ইহাতে যেরূপ সুসংগত হইয়াছে মোচন করা দুষ্কর। উর্ব্বশী কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এ পরিহাসের সময় নহে, সহচরিগণ দূবরর্ত্তিনী হইলেন। শীঘ্র খুলিয়া দাও। চিত্রলেখা কহিলেন সখি! তুমি বারম্বার বলিতেছ বটে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে ইহা কোন মতেই বিমুক্ত হইবার নহে; তবে দেখি যদি এখন মোচন করিতে পারি। উর্ব্বশী, চিত্রলেখার এইরূপ বচনভঙ্গী শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ ত সবিশেষ সকলই জানিতে পারিয়াছে। তবে ইহার নিকট গোপনে প্রয়োজন কি, বিশেষতঃ ইহার অনুকূল্য ব্যতিরেকে আমার মনোরথ পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট; অতএব এবিষয় দৃঢ়রূপে ইহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা উচিত। এই স্থির করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! দেখিও যেন কার্য্যকালে একথা ভুলিও না।

এদিকে রাজা, সেই স্খলিত লতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে প্রিয়কারিণি! তুমি প্রিয়তমার গমন সময়ে মুহূর্ত্তমাত্র প্রতিবন্ধকতা করিয়া আমার মহোপকার ক-

রিলে। তুমি এরূপ অনুকূল না হইলে পরিবৃত্তমুখী প্রেয়সখীর এতাদৃশ বিলাস দৃষ্টি কখনই আমার অদৃষ্টে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর চিত্রলেখা লতাবিটপ হইতে হার মোচন করিয়া দিলে, উর্ব্বশী, হায়! ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্তই যাইতে হইল, এই ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে দ্রুতপ্রস্থিতা বয়স্যাগণের অনুসরণে সত্বর হইলেন।

এদিকে সারথি রাজাকে নিবেদন করিল, মহারাজ! সুরপতির অত্যাচারী দুর্বৃত্ত দানবগণের নিধনার্থ আপনি যে বায়ব্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই অস্ত্র তাহাদিগকে লবণজলধিজলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার তূণীরে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন সূত! রথ কিঞ্চিৎ অবনমিত কর, আমি অবরোহণ করিতেছি। সারথি যথাজ্ঞা বলিয়া তদনুষ্ঠান করিলে রাজা রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে নয়নপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার মন এমন বিচলিত হইল কেন, যত নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করি ততই কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অনুসরণে ধাবমান হইতেছে। কিন্তু আমার মন স্বভাবতঃ এমন অধীর নহে; বোধ করি বিষমশরের শর প্রহার ভয়ে এরূপ অধীরতা অবলম্বন করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কন্দর্প অতি দুরাকাঙ্ক্ষ, যে সকল বিষয়ে কখন কোন মতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন বিষয়ে তাহার সহসা লোভ জন্মিয়া

থাকে। নতুবা সুরাঙ্গনা শূন্যমার্গে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তথাপি তাহা হইতে আমার মন নিবৃত্ত হইতেছে না। যেমন রাজহংসী মৃণালের অগ্রভাগ খণ্ডিত করিয়া তন্মধ্যগত সূত্র আকর্ষণ করিয়া গগনমণ্ডলে উড্ডীন হয়, সেইরূপ এই সুরসুন্দরী আমার হৃদয় কপাট উদ্ঘাটন করিয়া অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া গমন করিতেছেন।

বিক্রমোর্ব্বশী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নরপতি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় প্রিয়বয়স্য মানবকের সাক্ষাতে উর্ব্বশী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং তৎ সমুদায় প্রকাশ না করিতে তাঁহাকে বিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসহচরেরা প্রায়ই পরিহাসপ্রিয়; সুতরাং তাহাদের স্বভাবও চঞ্চল হইয়া থাকে। অতএব মানবক, রাজার আদেশানুযায়ী ধীরতা অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই রাজরহস্য আমার হৃদয় ভেদ করিয়া প্রকাশোন্মুখ হইতেছে। এক্ষণে আর আমার জন-সমাজে থাকা উচিত নহে। কি জানি, কাহার সাক্ষাতে কখন কথায় কথায় প্রকাশ করিয়া ফেলিব; কিন্তু রাজধানী অতি জনাকীর্ণ স্থান, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা লোকের সমাগম, রাজরহস্যও অবশ্য প্রযত্নরক্ষণীয়, কি করি কোথায় নির্জ্জন স্থান পাইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল, দেবচ্ছন্দ প্রাসাদ নামে এক অতি বিজন প্রদেশ আছে। যাবৎ ভূপতি স্বকার্য্য পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাবৎ আমি তথায় গিয়া মৌনভাবে অবস্থান

করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া একাকী তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজা উর্ব্বশী দর্শনদিবসাবধি তদ্বিষয়িনী চিন্তায় একান্ত চিন্তাকুল; তথাপি যাবৎ সভামণ্ডপে সভ্যমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, উর্ব্বশী চিন্তা তাবৎ তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিতে পারিত না। কিন্তু যখন সমুদায় কর্ম্মকলাপ সমাধানান্তে বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রম শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রবল অন্তর্দ্দাহেরই উদ্রেক হইত। এবং আহার বিহারাদি সমস্ত বিষয়েই নিরুৎসুকতা লক্ষিত হইত। তিনি মধ্যে মধ্যে উর্ব্বশী চিন্তায় এমন নিমগ্ন হইতেন যে, এককালে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কেবল চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেন। মহিষী তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া নিজ পরিচারিকা নিপুনিকাকে কহিলেন নিপুনিকে! দিবাকরসেবা সমাধানান্তে প্রত্যাগমনাবধি মহারাজকে প্রায় সর্ব্বদাই চিন্তাকুল দেখিতেছি এবং আহার বিহার শয়ন উপবেশনাদি সকল বিষয়েই অযত্ন প্রকাশ করিতেছেন। কি জন্য ইহাঁর এতাদৃশী চিত্তবিকৃতি জন্মিল কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; বোধ করি কোন কামিনী ইহাঁর হৃদয়হারিণী হইয়াছে। নতুবা অন্যবিষয়িনী চিন্তায় এরূপ অধীর হইতে কখনই দেখি নাই। যাহা হউক, ইহাঁর প্রিয়বয়স্য মানবক অবশ্যই সবিশেষ অবগত থাকিতে পারেন। কিন্তু সহজে

প্রকাশ করিবার লোক নহেন। যদি কৌশলক্রমে তাহাঁর মুখে ব্যক্ত করাইয়া জানিতে পার তাহা হইলে সন্দেহ দূর হইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর কোন সহজ উপায় দেখিতেছি না; অতএব অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গিয়া বিশেষ রূপে সমুদায় বৃত্তান্ত জানিয়া আইস। নিপুনিকা রাজ্ঞীর আদেশানুসারে মানবকের অন্বেষণে গমন করিল। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কিরূপে রাজসহচর চতুর ব্রাহ্মণের নিকট এরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিব। অথবা তিনি অতি অধীর প্রকৃতি, তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ চাতুরী অবলম্বন করিলেই অনায়াসে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া যাইতে যাইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইল মানবক দেবচ্ছন্দ প্রাসাদে একাকী রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তথায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মানবক সহসা রাজমহিষীর পরিচারিণীকে উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন এবং যথাবিধি আশীঃপ্রয়োগ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। নিপুনিকে! এক্ষণে তোমাদিগের সঙ্গীতের সময়, সঙ্গীত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? সে বিনীত ভাবে কহিল, মহাশয়! দেবীর অনুমতি ক্রমে মহাশয়েরই পাদ বন্দন করিতে আসিয়াছি। তিনি কহিলেন নিপুনিকে! রাজ্ঞী কি আজ্ঞা করিতেছেন? সে কহিল মহাশয়! দেবী নিবেদন করতেছেন যে, মহাশয় আমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুকূল ব্যব-

হার করিয়া থাকেন, আমার ক্লেশে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, বরং প্রতিকারের চেষ্টাই পাইবেন সন্দেহ নাই। মানবক তাহার এই বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন নিপুনিকে! রাজ্ঞী সহসা আমার প্রতি এতাদৃশ অসদৃশ আদেশ করিলেন কেন? বুঝি বয়স্য তাঁহার প্রতি কিছু প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকিবেন। সে কহিল মহাশয়! এমন কিছু নয়; মহারাজ দিন যামিনী যে কামিনীর রূপানুধ্যানে নিরত থাকেন এক দিন সেই কামিনীর নামে দেবীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনি সেই গোত্র স্খলন দ্বারা গাঢ়ানুরাগের স্পষ্ট আবির্ভাব অনুভব করিয়া তত্ত্বাবধারনার্থ আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সবিশেষ বর্ণনা করিয়া রাজ্ঞীর সংশয়ান মানসের সন্তাপ পরিহার করুন। মানবক চতুরা পরিচারিকার বাক্‌চাতুর্য্য পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি বয়স্য তাদৃশ ধৈর্য্যশালী হইয়াও স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে উর্ব্বশী বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, তবে আমি আর কেন বৃথা এই দুর্ভর রহস্যভার বহন করিয়া আত্মাকে আয়াসিত করি; বিশেষতঃ এক্ষণে গোপন করিয়া রাজমহিষীর রোষাস্পদ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ লাভ দেখিতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে প্রকাশ করাই আমার বিধেয় হইতেছে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন নিপুনিকে! অপ্সরা জাতিতে উর্ব্বশী নাম্নী এক পরম রূপবতী রমণী

আছে শুনিয়া থাকিবে; বয়স্য তাঁহারই মানসোন্মাদিনী মোহন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা মহীষীর প্রতি তাদৃশ অন্যায়াচরণ করিতেছেন। রাজ্ঞীর কথাইবা কি কহিব, পূর্ব্বে আমার সহিত যেরূপ হাস্য পরিহাসে কালাতিপাত করিতেন, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। কেবল সর্ব্বদা অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন, তাঁহার তাদৃশ চিত্ত বিকৃতি দর্শনে আমি নিরন্তর উৎকণ্ঠিত ও শশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করিতেছি এবং আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই নিরুৎসাহ হইয়াছি; কিরূপে তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিব এই চিন্তাতেই নিয়ত চিন্তাকুল হইয়া দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছি।

নিপুনিকা শুনিবামাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে কহিতে লাগিল আমি অনায়াসেই এই দুর্ভেদ্য রাজরহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছি; অবিলম্বে এসমুদায় দেবীকে নিবেদন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কহিল মহাশয়! এসময়ে আমাদিগের মহিষী সন্নিধানে থাকাই উচিত; অতএব আর বিলম্ব করা বিধেয় হইতেছে না, শীঘ্র সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করি। এই কথা কহিয়া গমনোন্মুখী হইলে মানবক কহিলেন নিপুনিকে! তুমি দেবীকে আমার এই নিবেদন জানাইও যে আমি বয়স্যকে এই দুরভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিতে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক অভিমানারূঢ় হইলে তাঁহার উৎ-

কণ্ঠারই উত্তেজনা করা হয়; অতএব অবিকৃত চিত্তে অ-কৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করাই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার যথার্থ উপায়। অনন্তর নিপুনিকা যথাজ্ঞা বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে নরপতি ধর্ম্মাধিকরণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে, বৈতালিক মধ্যাহ্নসময়সূচক স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল—মহারাজ! জগৎ প্রমোদ প্রসবিতা ভগবান সবিতার সহিত আপনার কোন বিভিন্নতা নাই। দেখুন, দিবাকর নিজকরদ্বারা তমোরাশি বিনাশ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবের প্রমোদ বর্দ্ধন করেন; মহারাজও যথাবিধি শিক্ষা দান করিয়া প্রজামণ্ডলীর অজ্ঞানতিমিরের সমূলোন্মুলন করিতেছেন। তিনিও যেমন গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম করেন; মহারাজও মধ্যাহ্ন সময়ে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বিশ্রাম করিয়া থাকেন। মহারাজ সংপ্রতি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, দিনমণি গগনমধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রখর কিরণে দিগ্বলয় দাহ করিতেছেন, চাতকগণ আতপতাপে সাতিশয় তাপিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জল প্রার্থনা করিতেছে, শুক শারিকা কোকিলাদি বিহগকুল সন্তাপিত হইয়া নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া মধুরস্বরে আপন আপন আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিতেছে, হংস সারস বক প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমগণ সরোবরের উত্তপ্ত বারি পরিত্যাগ করিয়া তীর নলিনীর সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করিতেছে, পথিকগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া সুশীতলচ্ছায়

তরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে, কৃষকেরা নিতান্ত ক্লান্ত ও কর্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হালিক গণের বন্ধন মোচন করিয়া দিলে তাহারা ক্ষুৎপিপাশায় কাতর হইয়া স্খলিত গমনে ভবনাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, বরাহকুল দুর্ব্বিষহ গাত্রজ্বালায় আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক পল্ললশায়ী হইয়াছে; মহিষগণ প্রখর রৌদ্র তাপে সন্তাপিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে নদীতীরে প্রস্থান করিতেছে, হস্তিযূথ সলিল মধ্যে সমস্ত শরীর নিমগ্ন করিয়া কেবল শুণ্ডদণ্ড মাত্র উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে এবং হরিণগণ আহার বিহার পরিহার পূর্ব্বক তরুচ্ছায়ায় সন্নিবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছে; এখন মহারাজের বিশ্রামের সময় উপস্থিত।

নরপতি বন্দিগণের মাধ্যাহ্নিক স্তুতি পাঠ শ্রবণ করিয়া যথার্থই অবকাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিলেন এবং মধুরবচনে নিজ পারিষদবর্গকে বিদায় করিয়া ভবনাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে উর্ব্বশী চিন্তা অবসর পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়মন্দির অধিকার করিলে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হায় কি আশ্চর্য্য! যে অবধি আমি সেই জগন্মোহিনীকে নয়নগোচর করিয়াছি তদবধি তিনি আমার হৃদয়বাসিনী হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন কিছুই জানি না, বোধ করি অকরুণ কন্দর্প অনবরত শর প্রহারে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণকরিয়া তাঁহার প্রবেশদ্বার প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাকে এই অনন্যবার্য্য

অন্তর্দাহে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে, মানবক তাঁহাকে গৃহাভিমুখ দেখিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা উর্ব্বশীচিন্তায় এমন নিমগ্ন, যে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন তাহা জানিতে না পারিয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। মানবকও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! আমি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইহাঁর সমভিব্যাহারে যাইতেছি তথাপি, সম্ভাষণাদির কথা দূরে থাকুক, জানিতেও পারিলেন না। বোধ হয় এইরূপ অধীরতাচরণ করিয়াই মহিষীকে তাদৃশ মনঃপড়ীয় পীড়িত করিতেছেন। এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে, সহসা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পাত হওয়াতে নরপতি সসম্ভ্রমে স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন বয়স্য! এতক্ষণ কোথায় কি রূপে অবস্থান করিতেছিলে? রহস্য রক্ষার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ত? এই কথা শুনিয়া মানবক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি নিপুণিকা আমাকে প্রবঞ্চনা ও উর্ব্বশী বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া থাকিবে; নতুবা বয়স্য প্রথমেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? এইরূপ ভাবিয়া উত্তর না দিয়া মৌনভাবে রহিলেন। নৃপতি তাঁহাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! মৌনী হইয়া রহিলে কেন? বোধ করি রীতিমত রহস্য রক্ষা করিতে পার নাই। মানবক কহিলেন সখে! তাহা ভাবিও না। পাছে রহস্য প্রকাশ হয় এই আশঙ্কায় আমি এমন মৌনাবলম্বন করি-

য়াছি যে তোমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতেও অনেক বিবেচনা কবিতে হইতেছে। রাজা কহিলেন বয়স্য! ধৈর্য্যশালী না হইলে তোমার সাক্ষাতে তাদৃশ অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করিব কেন? সে যাহা হউক, বল দেখি, এক্ষণে কোথায় গিয়া কি উপায়ে চিত্ত বিনোদন করি? মানবক কহিলেন চল পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ সুরস মিষ্টান্ন ভক্ষণ দ্বারা উৎকণ্ঠাপনোদন করি। রাজা বাস্পস্খলিত বচনে কহিলেন, হাঁ, তথায় অভিলষিত বস্তু লাভে তোমার সম্পূর্ণ সন্তোষের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অসুলভ বস্তু প্রার্থয়িতা আমার আত্মা কিরূপে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাই ভাবিতেছি। তখন মানবক ভাবিলেন ইহাঁকে পরিহাস বা অন্য কোন উপায়ে সুস্থ করিবার অবসর অতীত হইয়াছে। সমাগমবিষয়িণী কথাবার্ত্তা শুনিলে, কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া কহিলেন বয়স্য! চিন্তাকুল হইও না, অচিরাৎ তাঁহার সহিত তোমার সমাগম হইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সখে! তুমি কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া এমন আস্বাস প্রদান করিতেছ? তিনি কহিলেন আমি এই যুক্তি অনুসারে কহিতেছি, কোন ব্যক্তিই তোমার এই মোহন মূর্ত্তি একবার অবলোকন করিলে বিস্মৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষসৌন্দর্য্যের নিতান্ত পক্ষপাতিনী; অতএব বোধ হয় তিনি তোমাকে একবারে ভুলিতে পারিবেন না। নরপতি তাঁহার এই অকিঞ্চিৎকর কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কহিলেন বয়স্য! তুমি তাঁহাকে দেখ নাই, এ জন্য আমার এই যৎসামান্য সৌন্দর্য্যের এত গৌরব করিতেছ। তাঁহার কথা অধিক আর কি বলিব সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্য চিন্তা করিলেও মনে অতুল আনন্দোদয় হয়। মানবক কহিলেন বুঝিলাম সে স্ত্রীরত্ন অবলাজাতির পরাভব স্থান। নতুবা তোমার মনে বিস্ময় উৎপাদন করা সামান্য রমনীর কর্ম্ম নহে। রাজা কহিলেন সখে! সে ত্রিভুবনললামভূতা ললনার বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার রূপসম্পত্তির শতাংশের একাংশেরও পরিচয় দেওয়া হয় নাই। ইহাতে মনে কর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে; ফলতঃ, তিনি আভরণের আভরণ, প্রসাধন বস্তুর প্রসাধন ও উপমানের উপমানভূমি। মানবক কহিলেন সখে! তোমার অনুরূপ কামিনীতেই অভিলাষ হইয়াছে। মানব জাতিতে সুরকামিনীসম্ভোগাভিলাষ কেবল তোমাতেই সম্ভবে।

অনন্তর নরপতি সে কথায় অযত্ন প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন বয়স্য! সে যাহা হউক, সম্প্রতি শীতল স্থানে অবস্থান ভিন্ন অন্তর্দাহ শান্তির আর কোন উপায় দেখিতেছি না; অতএব আইস প্রমদোদ্যানে প্রবেশ করি। এই কহিয়া উভয়ে প্রমদবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রমদবনের সন্নিহিত হইয়া মানবক কহিলেন সখে! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি পুষ্পপরাগবাহী সুশীতল মলয়ানিল দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে আমরা প্রমদবনের সমীপে উপনীত হইয়াছি। আইস, প্রবেশ করি,

এই বলিয়া উভয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, বকুল রসালাদি পাদপগণ ফল ভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, মল্লিকা মালতী যূথিকা মাধবী প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে, মধুপাবলী মধুলোভে গুন্ গুন্ স্বরে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পতিত হইতেছে। কোকিলকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে। কলাপিগণ কেকাধ্বনি করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, শুক শারিকাদি বিহঙ্গম সকল আনন্দে মধুর ধ্বনি করিতেছে, সরোবরে কুমুদ কহ্লার কোকনদাদি জলজ কুসুম বিকশিত হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপাদন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মৎস্যগণ কখন উন্মগ্ন কখন বা নিমগ্ন হইয়া আবর্ত্ত উপস্থিত করিতেছে। হংস সারস বক চক্রবাকাদি জলচর বিহঙ্গমকুল মধ্যে মধ্যে হর্ষসূচক শব্দ করিতেছে, মলয়মারুত নানা পুষ্পের পরাগ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তথায় যোগিগণেরও মন বিকৃত ও চঞ্চল হইয়া উঠে। নরপতি একে উর্ব্বশীবিরহে নিতান্ত কাতর, তাহাতে আবার এই ভয়ঙ্কর স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে বিয়োগবেদনা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী হইলে কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন সখে! মনে করিয়াছিলাম প্রমদবনে প্রবেশ করিলে তাপের অনেক সমতা হইবেক, কিন্তু কেমন অদৃষ্টের দোষ; উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। যেমন লোকে গমনক্লেশ নিবারণার্থ যানারোহণ করিয়া জলপথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়,

পরিশেষে প্রতিকূল প্রবাহ দ্বারা প্রতিহত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, আজি আমার ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। এই কথা শুনিয়া মানবক জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! এমন রমণীয় স্থানে এরূপ বিপরীত কথা কহিতেছ কেন? রাজা দীন বচনে কহিলেন সখে! তুমি কি জান না যে অকরুণ মকরকেতু অতীব নৃশংস, সহজেই বিরহীদিগকে পীড়ন করিয়া থাকে, তাহাতে আমার হৃদয় নিতান্ত দুর্লভ বস্তুর প্রার্থনা করিতেছে, বিশেষঃ এই প্রমদবনে বসন্তরাজ বিরাজমান, স্থানে স্থানে সহকারমঞ্জরী বিস্তার করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেছে, এই নিমিত্ত নিতান্ত অশরণ হইয়া ঈদৃশ অসদৃশ ভাব প্রকাশ করিতেছি। মানবক কহিলেন, বয়স্য! এত অধীর হইতেছ কেন? মনোভবের এরূপ স্বভাব নহে যে, বিরহীদিগের মধ্যে এক জনের প্রতি অনুকূলতা ও অন্যের প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, তিনি তোমার মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে অবশ্যই সহায়তা করিতেছেন। নরপতি কহিলেন যাহা হউক, ব্রাহ্মণের অমোঘ বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মানবক উদ্যানের বসন্তকালীন শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত মনে কহিলেন বয়স্য! বসন্ত সমাগমে কাননের কেমন রমণীয়তা জন্মিয়াছে! নরপতি কহিলেন সখে! জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি বাসন্তী শোভার সম্যক অবির্ভাব হয় নাই, ঐ দেখ কুরবক পুষ্পের উভয় পার্শ্বে

নীলিমা এখনও অপগত হয় নাই এবং শিরোভাগে পাটল বর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে; অচিরাৎ লৌহিত্য জন্মিবে। অশোককলিকা সকল উন্মেষোন্মুখ হইয়াছে এবং সহকারমঞ্জরীতে সম্পূর্ণ পরাগ সঞ্চার হয় নাই, ইহাতে বোধ হয় বাসন্তী লক্ষ্মী এখন বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। মানবক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন বয়স্য! যথার্থ অনুভব করিয়াছ, অদ্যাপি বসন্তকালীন সুশ্রীকতা সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হয় নাই; যাহা হউক, আমরা অনেক ক্ষণ ভ্রমণ করিতেছি, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। আইস এই সম্মুখবর্ত্তী মাধবীলতামণ্ডপে সুশীতল নীলকান্ত মণিশিলা ভ্রমরগণের পদভরচ্যুত কুসুমসমূহে সুশোভিত হইয়াছে; তথায় উপবেশন করিয়া পার্শ্বস্থ লতিকা সকল অবলোকন করিতে করিতে উৎকণ্ঠা বিনোদন করি। রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন সখে! সেই সুরবিলাসিনীর অলৌকিক লাবণ্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। যখন পরম মনোরম কুসুমশোভিতা লতা সকল দেখিতে যাই, তখন এই দুর্ললিত নয়নযুগল নিতান্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া সেই মানসোন্মাদিনীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করে; অতএব অন্যবিধ প্রলোভন দ্বারা আমার হৃদয়কে সন্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিবার সময় অতীত হইয়াছে। সখে! আমি আর কি সে রূপ মাধুরী দেখিতে পাইব। মানবক ক্ষণকাল চিন্তা

করিয়া কহিলেন বয়স্য! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে সেই স্বরবিলাসিনী সমাধি দ্বারা তোমার বিলাপ ও পরিতাপের বিষয় অবগত হইয়া অবশ্যই অভিসারপদবীতে পদার্পণ পূর্ব্বক তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। নরপতি কহিলেন সখে! এ কল্পিত কথা কত দুর কার্য্যকাকী বলা যায় না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই পূর্ণেন্দুবদনার সহিত সমাগম অতীব দুর্ঘট; কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে যেমন হর্ষোদয় হইয়া থাকে, আমার মন অকারণে সেই রূপ আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে; ইহার বিশেষ কারণ কিছু বলিতে পার?

এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল, এদিকে উর্ব্বশী রাজপরিত্যাগ দিবসাবধি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কেবল কিরূপে ভূপতির সহিত সমাগম হয় এই চিন্তাতেই নিয়ত চিন্তাকুল ছিলেন। ক্রমশঃ রাজদর্শনলালসা বলবতী হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিলে তিনি তাঁহার দর্শনের উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং গমনোন্মুখী হইলেন, এবং প্রস্থানোচিত বেশ ভূষা পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন ইহা দেখিয়া চিত্রলেখা জিজ্ঞাসিলেন সখি! কোথাও যাইবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না, অথচ বেশ বিন্যাস করিতেছ। বল দেখি ইহা কোথায় যাইবার উদ্যোগ? উর্ব্বশী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া কহিলেন সখি! মনে করিয়া দেখ, সেই হেমকুটশিখরে আমার একাবলী বৈজয়ন্তিকা লতাবিটপে বিলগ্ন হইলে আমি কাতর বচনে ছাড়াইয়া দিতে কহিয়াছিলাম, তখন তুমি পরিহাস পূর্ব্বক

কহিয়াছিলে, যে ইহা দৃঢ় রূপে সংলগ্ন হইয়াছে কোন মতেই বিযুক্ত হইবে না; এক্ষণে সে সকল কথা এককালে বিস্মৃত হইলে? চিত্রলেখা সমুদায় শুনিয়া ও স্মরণ করিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন ইহা কি মহারাজ পুরূরবা দর্শনের মহোদ্যোগ? উর্ব্বশী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া অপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, প্রিয়সখি! দুঃখের কথা কি কহিব। কত প্রকার বুঝাইলাম, কোন মতেই আমার দগ্ধ হৃদয় অপথ হইতে নিবৃত্তি না হইয়া আমাকে এই অবলাজননিন্দিত নীচ পদবীতে পদার্পণ করাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। চিত্রলেখা কহিলেন সখি! ইহা নিতান্ত নিন্দনীয় পথ নহে; অস্মজ্জাতিতে অনেককে এই পথের পথিক হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, অননুরক্ত ব্যক্তি প্রতি অনুরাগিনী হইলে মনঃক্ষোভ পাইতে হয়; অতএব প্রথমে যে কোন রূপে তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হওয়া উচিত। তাহা কি বিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে? উর্ব্বশী কহিলেন সখি! আমাকে, কাহাকেও দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয় নাই। দর্শন দিবসাবধি হৃদয় সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছে এবং এপর্য্যন্ত যখন তাঁহার আনুগত্য করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় সে বিষয়ে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব অকরুণ কন্দর্প আমাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া এই অন্যায্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছে। প্রিয়সখি! এক্ষণে যাহাতে নিরাপদে তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহাই স্থির করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। চিত্রলেখা কহিলেন সখি!

নিরাপদে যাইবার আশঙ্কা কি? তুমি জান না দুরাত্মা কেশীকৃত অত্যাচারের পর দেবরাজ আমাদিগকে অপরাজিতা নামে যে তিরস্করিণী বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন তদ্দ্বারা শরীর প্রচ্ছাদন করিলে কি দেবগণ কি দানবগণ কি মনুষ্যগণ সকলেরই দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব। উর্ব্বশী কহিলেন সখি! সকলই জানি কিন্তু কেশী-বৃত্তান্ত স্মরণ হইলে আমার সমুদায় শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইতে হয়। চিত্রলেখা কহিলেন, ভগবান্ সুরপতি আমাদিগের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে এক ক্ষণের নিমিত্তও কোন বিষয়ে অণুমাত্র চিন্তার সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ রাজার পূর্ণেন্দুবদন বিলোকন করিলে সকল চিন্তারই অবসান হইবে; অতএব আর বৃথা বাক্যালাপে কালক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই আইস অবিলম্বে প্রস্থান করি। এই বলিয়া উভয়ে বিমানারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজসদনের সন্নিহিত হইয়া, চিত্রলেখা প্রীতিবিস্ফারিতবদনে কহিলেন সখি! ঐ দেখ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের তীরে তোমার প্রিয়তমের আবাসভবন লক্ষিত হইতেছে। উর্ব্বশী এই কথা শুনিবামাত্র সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, মর্ত্ত্যভূমিতে এরূপ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয় না; বোধ হয়, যেন স্বর্গভূমি স্থানান্তরিত হইয়া এই স্থানে নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া রাজদর্শন লালসা ক্রমে বলবতী হইয়া আমার হৃদয়কে নিতান্ত

ব্যাকুল করিতেছে। বল দেখি এক্ষণে কোন্ স্থানে মহারাজের দর্শন পাইব? চিত্রলেখা কহিলেন আইস এই সম্মুখবর্ত্তী প্রমদবনে অবতীর্ণ হইয়া অনুসন্ধান করি। এ স্থান অতি রমণীয়। বোধ করি, এই স্থানেই তাঁহার দর্শন পাইব।

এই স্থির করিয়া উভয়ে ক্রমে ক্রমে প্রমদবনে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে মাধবীলতামণ্ডপে নরপতিকে দেখিতে পাইয়া চিত্রলেখা কহিলেন সখি! ঐ দেখ তোমার নয়নরঞ্জন নিতান্ত চিন্তাকুলের ন্যায় অনন্যমনা রহিয়াছেন। বোধ হয় তোমারই মোহনরূপ ইঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছে। উর্ব্বশী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া হর্ষবিকসিতবদনে কহিলেন সখি! ইনি পূর্ব্বাপেক্ষা আজি আমার নয়নের বিশেষ প্রমোদ বর্দ্ধন করিতেছেন; চল শীঘ্র সন্নিহিত হইয়া নয়নের চিরতৃষ্ণা ভঞ্জন করি, এবং পার্শ্বস্থ বয়স্যের সহিত কিরূপ কথোপকথনে কালাতিপাত করিতেছেন শ্রবণ করি। এই বলিয়া উভয়ে সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

এ দিকে মানবক কহিতেছেন বয়স্য! আমি তোমার প্রেয়সীদর্শনের এক অতি অনায়াসলভ্য উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছি। উর্ব্বশী শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখি! এই জগতীতলে কোন্ কামিনীর এমন সৌভাগ্য, যাঁহার সহিত সমাগম বাসনায় ইঁহাকেও নানা উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে। চিত্রলেখা উত্তর করিলেন সখি! সংশয়ারূঢ় হইবার প্রয়োজন কি?

সমাধি অবলম্বন করিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে। উর্ব্বশী কহিলেন সখি! পাছে ইঁহার অন্যানুরাগ অনুভব করিয়া নিতান্ত ক্ষোভ পাইতে হয়, এই ভয়ে সহসা সমাধি অবলম্বন করিতে সাহস হইতেছে না।

রাজা উর্ব্বশীচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানরহিত, সুতরাং মানবক উত্তর পাইলেন না; তাঁহাকে অতিশয় চিন্তামগ্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার বিশেষ প্রযত্ন সহকারে কহিতে লাগিলেন সখে! চিন্তায় এমন অধীর হইলে যে, একটী কথাও তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি তোমার প্রিয়াসমাগমের এক সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। এই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র চকিত প্রায় হইয়া কহিলেন সখে! বল দেখি কি উপায় স্থির করিয়াছ? মানবক কহিলেন সখে! কিয়ৎক্ষণ নিদ্রাবস্থায় অবস্থান কর, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার সহিত স্বপ্ন সমাগম হইবে; অথবা এক চিত্রপটে তাঁহার প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া তদ্দর্শনে চিত্তবিনোদন কর।

এই কথা শুনিয়া নরপতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন সখে! তুমি যাহা কহিলে তাহা বিনোদনের যথার্থ উপায় বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে নিতান্ত দুর্ঘট; যেহেতু দুর্ব্বিষহ বিষম বাণে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে; অসুস্থ শরীরে নিদ্রাবেশ অসম্ভাবিত; সুতরাং স্বপ্নের প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। আর যদিও আমি কথঞ্চিৎ তাঁহার প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে পারি, তথাপি দর্শন হওয়া কঠিন; কারণ সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য

স্মরণ হইলেই সহসা বাস্পরাশি আসিয়া দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিবে সন্দেহ নাই।

এই কথা শুনিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে কহিলেন সখি! মহারাজের অনুরাগসূচক বচন বিন্যাস শুনিলে? উর্ব্বশী কহিলেন শুনিলাম বটে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য স্থির না হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ বিশ্বস্ত হইতেছে না।

মানবক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে আমার সামর্থ্য নাই। নরপতি কাতর বচনে কহিলেন বয়স্য! যে রূপ অসুলভ বস্তুতে অভিলাষ জন্মিয়াছে, তাহাতে পরিতাপ ভিন্ন আর কোন সুলভ উপায় দেখিতেছি না। সখে! দুঃখের কথা কি কহিব, যে আত্মাভিমানিনী আমার আন্তরিক যাতনা জানিয়াও জানিতেছে না এবং সমাধি দ্বারা আমাকে একান্ত অনুরক্ত বুঝিয়াও নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে, দুরাত্মা কন্দর্প আমাকে সেই নির্দ্দয়ারই প্রণয়াধীন করিল! বুঝিলাম, অকরুণ মনোভব আমাকে যাবজ্জীবন এই দুঃসহ ক্লেশভাগী করিবার মানসে এই চাতুরী অবলম্বন করিয়াছে। আমার এই মর্ম্মবেদনার অবসানের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

উর্ব্বশী রাজার এইরূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া স্নেহার্দ্রবচনে কহিলেন প্রিয়সখি! এ কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে; কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য দেখ, আমি যাহার নিমিত্ত কুল, শীল, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এই

অবলাজননিন্দিত পথে পদার্পণ করিয়াছি, তিনিই আবার আমাকে অনুরাগশূন্য ভাবিয়া কত প্রকার ভর্ৎসনা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া শীঘ্র সম্মুখীন হইয়া আত্মপরিচয় দিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে, কিন্তু লজ্জা সে বিষয়ে প্রবল প্রতিবন্ধক; অতএব প্রথমে এক পত্রিকা দ্বারা ইহাঁর ভ্রম ভঞ্জন করি। চিত্রলেখা কহিলেন ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

অনন্তর উর্ব্বশী এক মনোমত পত্রিকা রচনা করিয়া রাজসম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। মানবক সেই ভূর্জপত্র দেখিয়া সর্প নির্ম্মোক ভ্রমে শঙ্কিতচিত্তে কহিলেন সখে! দেখ কোথা হইতে এই ভুজঙ্গনির্ম্মোক উপস্থিত হইল। নরপতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন বয়স্য! ইহা ভুজঙ্গনির্ম্মোক নহে, অক্ষরাঙ্কিত ভূর্জপত্র বোধ হইতেছে। তখন মানবক কহিলেন সখে! বোধ হয়, মহানুভাবা উর্ব্বশী তোমার বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণ করিয়া, অসামান্য অকৃত্রিম অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ এই পত্রিকা প্রেরণ করিয়া থাকিবেন। নরপতি কহিলেন বয়স্য! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। এই কথা বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন সখে! তুমি যথার্থ অনুভব করিয়াছ, ইহা প্রেয়সীর প্রণয় পত্রিকাই বটে। মানবক কৌতুকাকুলিতহৃদয়ে কহিলেন সখে! ইহাতে কি লিখিয়াছেন শুনিতে অত্যন্ত বাঞ্ছা হইতেছে। নরপতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন "স্বামিন্! আমি আপনার মনোবেদনা জানিতেছি না, ইহা আপনি মনে করিতে

পারেন, কিন্তু আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া যে যাতনায় দিন যামিনী অতিবাহন করিতেছি তাহা কেবল আমার অন্তরাত্মাই জানেন; অধিক আর কি নিবেদন করিব; পারিজাতশয্যা আমার বিষময় বোধ হয়, এবং নন্দনবনসমীরণ প্রজ্বলিত দাবানল রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে।”

উর্ব্বশী সশঙ্কচিত্তে কহিলেন সখি! ইহা পাঠ করিয়া নরপতি কি কহেন আমার সন্দেহ হইতেছে। চিত্রলেখা কহিলেন অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! এখনও তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না? ইহাঁর এই দুর্ব্বল কৃশ শরীর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে ত্বদনুরাগই ঈদৃশ কৃশতার প্রধান কারণ।

মানবক উর্ব্বশীলিখিত পত্রার্থ অবগত হইয়া পুলকিতবদনে কহিলেন বয়স্য! ভাগ্যক্রমে এক্ষণে তোমার উর্ব্বশীপ্রাপ্তির এক বিলক্ষণ আশ্বাস লাভ হইল।

রাজা কহিলেন সখে! আশ্বাস লাভের কথা কি কহিতেছ; যখন এই পত্রিকাবিন্যস্ত রচনাদ্বারা উভয়ের অনুরাগ তুল্যরূপ বোধ হইতেছে, তখন ইহাকে তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ অপেক্ষা আমি অল্পলাভ জ্ঞান করি না।

উর্ব্বশী রাজার এইরূপ আন্তরিক অনুরাগসূচক বচনাবলী শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, এত দিনে আমার হৃদয় সন্দেহশূন্য হইল। আমি ইহাঁর প্রতি যেরূপ ইনিও যে আমার প্রতি তদপেক্ষা ন্যূন নহেন, ইহা

সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অনন্তর উর্ব্বশীরূপ চিন্তাকরিতে করিতে রাজার পূর্ব্বরাগসুলভ স্মরদশার আবির্ভাব হইলে স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল, এজন্য মানবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! অঙ্গুলিস্বেদদ্বারা অক্ষর সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে; অতএব তুমি ইহা ধারণ কর। এই বলিয়া তাঁহার হস্তে পত্রিকা প্রদান করিলেন। মানবক পত্রিকা গ্রহণ করিয়া কহিলেন সখে! উদারাশয়া উর্ব্বশী মদনলেখন দ্বারা তোমার মনোরথসিদ্ধিলতিকার কুসুমোদ্গম প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু ফলবিষয়ে বিলক্ষণ কৃপণতা প্রকাশ করিতেছেন।

উর্ব্বশী তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আত্মাভিপ্রায় বিজ্ঞাপনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! যাবৎ আমি আগমনশ্রম অপনয়ন করি, তাবৎ তুমি একাকিনী ইহাঁর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আমার অভিমত প্রার্থনা বিজ্ঞাপন কর। চিত্রলেখা তথাস্তু বলিয়া সত্বর গমনে রাজসমীপে উপনীত হইলেন। নরপতি দর্শনমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে একাকিনী দেখিয়া কহিলেন ভদ্রে! পূর্ব্বে তুমি বয়স্যা সমভিব্যাহারিণী হইয়া যেরূপ নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলে কেন? চিত্রলেখা বিনীতবচনে কহিলেন মহাশয়! বিনা মেঘোদয়ে কখন সৌদামিনী নয়নগোচর হয় না। মানবক প্রথমে তাঁহাকেই উর্ব্বশী স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু

রাজার তাদৃশ সম্ভাষণ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইনি উর্ব্বশীর সহচারিণী, ইহাঁর রূপ মাধুরী দেখিয়া বোধ হয়, যে তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিষয় মানসে চিন্তা করাও সুকঠিন। নরপতি কহিলেন ভদ্রে! যদিও তোমাকে একাকিনী দেখিয়া আমার মনের যথার্থ তৃপ্তি লাভ হইল না, তথাপি অনেকাংশে সুস্থ হইয়াছি সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আসন পরিগ্রহ করিয়া হৃদয়হারিণীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সমাচার প্রদান করিয়া আমার উৎকণ্ঠাতপ্ত হৃদয়কে সুশীতল কর।

অনন্তর চিত্রলেখা উপবেশন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! প্রিয়সখী বিনীতভাবে মহাশয়ের নিকট একটী নিবেদন করিতেছেন, অবহিত হইয়া শ্রুতিপাত করিলে চরিতার্থতালাভ হয়। নরপতি সস্পৃহবচনে কহিলেন ভদ্রে! কোন্ ব্যক্তি বসন্তকালে কোকিলের কলরব শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে? চিত্রলেখা কহিতে লাগিলেন মহাশয়! তিনি এই নিবেদন করিতেছেন যে অসুরোপদ্রব সময়ে মহারাজ যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিয়া আমাকে সেই দুর্ব্বিষহ বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মহাশয়ের দর্শন দিবসাবধি এক অননুভূত বিপৎপাত আমাকে সহসা অভিভূত করিতেছে; অতএব প্রার্থনা মহাশয় অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া এই অনন্যনিবার্য্য ক্লেশের অবসান করিতে কাতরতা প্রদর্শন না করেন। রাজা শুনিয়া প্রণয়স্নিগ্ধ বচনে কহিলেন সখি! প্রিয়তমার বিষয় যাহা বর্ণনা করিলে তাহা

যথার্থ বটে, এবং আমার অবস্থাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ; এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী হইলে আমরা চিরক্রীত হইব। চিত্রলেখা রাজার ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন মহারাজ! অনেক ক্ষণ হইল বয়স্যা একাকিনী কত চিন্তা করিতেছেন, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি তাঁহার সন্নিধানে গমন করি। এই বলিয়া আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর গমনে উর্ব্বশীসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন প্রিয়সখি! আমি তোমার দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া যাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, তাঁহার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া আমাকে তাঁহারই দূতী হইতে হইল।

উর্ব্বশী সে কথায় অনবধান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন সখি! অতি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিলে যে? চিত্রলেখা কহিলেন প্রিয়সখি! বিরহ অতীব দুঃসহ, এই বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবার নিমিত্ত শীঘ্র আসিয়াছি; বিশেষতঃ মহারাজ সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশপূর্ব্বক তোমাকে একবার সমীপবর্ত্তিনী হইতে অনুরোধ করিবার জন্য আরও শীঘ্র প্রাঠাইলেন; এক্ষণে যাহা সমুচিত বোধ হয়, স্বয়ং বিবেচনা কর। আমার ইচ্ছা যে, অনতিবিলম্বে তুমি সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সতৃষ্ণনয়নকে চরিতার্থ কর। ভাবিয়া দেখ, ইহা তোমার সামান্য সৌভগ্যের বিষয় নহে; অতএব ত্বরায় জবনিকা পরিত্যাগ করিয়া তথায়

গমন কর। উর্ব্বশী যেন তাঁহারই অনুরোধের পরতন্ত্র হইয়া তৎ সমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে উপনীত হইলেন। ভূপতি তাঁহাকে দর্শনমাত্র হর্ষিত হইয়া সসম্ভ্রমে ও সত্বরগমনে প্রত্যুদ্গমন করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক স্বীয় আসনে উপবেশন করাইতেছেন এমত সময়ে, এক দেবদূত চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, চিত্রলেখে! অবিলম্বে উর্ব্বশীকে দেবসভায় উপস্থিত হইতে বল। নাট্যপ্রণেতা ভরতমুনি তোমাদিগকে যে অভিনব নাটকের অভিনয় বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছেন, দেবরাজ স্বীয় সভ্যগণ সমভিব্যাহারে তাহার অভিনয় দর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন; অতএব তোমরা শীঘ্র সভায় প্রবেশ কর। উর্ব্বশী সেই কুলিশপাতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে মনে মনে আপনার অদৃষ্টের ভৎসনা করিতে লাগিলেন। চিত্রলেখা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! দেবদূতের বাক্যার্থ অবগত হইলে? আর বিলম্ব করা অনুচিত; আইস ত্বরায় মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেবলোকে যাত্রা করি। উর্ব্বশী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়সখি! আমি এই অশনিপাত শব্দে একবারে হতবুদ্ধি ও বাক্‌শক্তিবিহীন হইয়াছি। এক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর চিত্রলেখা রাজসমীপে নিবেদন করিল, মহারাজ! উর্ব্বশী বিনীত বচনে এই নিবেদন করিতেছেন আমরা নিতান্ত পরাধীন, উপস্থিত প্রভুকার্য্য উল্লঙ্ঘন

করিতে সাহস করিতে পারি না; অতএব অনুজ্ঞাত হইয়া দেবরাজের নিকটবর্ত্তিনী হইতে ও আপনাকে অনপরাধিনী করিতে বাসনা করি।

নরপতি সবাষ্প নয়নে ও গদ্গদ বচনে কহিলেন, ভদ্রে! তোমাদিগকে দেবকার্য্য অতিক্রম করিতে অনুরোধ করা ন্যায়ানুগত কর্ম্ম নহে; কিন্তু দেখিও যেন যুষ্মদধীনজীবিত ব্যক্তিকে একবারে বিস্মৃত হইও না। উর্ব্বশী, চিরসঙ্কল্পিতমনোরথসিদ্ধিলতিকার অঙ্কুরোদ্গম হইতে না হইতেই দুর্ব্বিদগ্ধ দুর্দ্দৈব তাহার সমূলোন্মূলন করিল, আমি কি হতভাগিনী! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দীননয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সখীসমভিব্যাহারে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

উর্ব্বশী নয়নপথের অতীত হইলে নরপতি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন যদি সেই অনুপম সৌন্দর্য্য রাশি দর্শনে বঞ্চিত হইতে হইল, তবে আর এই অকিঞ্চিৎকর নেত্রভার বহন করিয়া কি ফল। এক্ষণে কোথায় যাই, কিরূপে দুঃখতপ্ত হৃদয়কে সুস্থ করি। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। মানবক উর্ব্বশীলিখিত ভূর্জপত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে ঐ পত্র তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া বায়ুবেগে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহা দেখিতে না পাইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভূর্জপত্রের কথার আর উল্লেখ না করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিতে লাগিলেন

আমি কি অধীরপ্রকৃতি! উর্ব্বশী দর্শনে এমত বিস্মিত ও বিচেতন হইয়াছিলাম যে, হস্তস্থিত ভূর্জপত্র কোন্ সময়ে ভ্রষ্ট হইল, তাহা জানিতেও পারিলাম না! বয়স্য প্রার্থনা করিলে কি কহিব! নরপতি কহিলেন বয়স্য! তুমি আমাকে কি কহিতে কহিতে নিবৃত্ত হইলে? মানবক পূর্ব্বমত গোপন করিয়া কহিলেন সখে! আমি এই কহিতেছিলাম যে. এত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ কেন? উর্ব্বশী অতি মহানুভাবা, তাঁহার আকার ইঙ্গিত দ্বারা তোমাতে অনুরাগ স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে; অতএব তাদৃশ অকৃত্রিম অনুরাগ কখন বিফল হইবার নহে। নরপতি দীনবচনে কহিলেন বয়স্য! তুমি যাহা কহিতেছ গমন সময়ে সতৃষ্ণ নয়নপাত দ্বারা আমিও তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু বিয়োগবেদনার কেমন অভাবনীয় প্রভাব; কোনরূপেই আমার হৃদয় বিশ্বাস করিতেছে না। মানবক মনে মনে ভাবিতেছেন কত ক্ষণে বয়স্য ভূর্জপত্রের অন্বেষণ করিবেন; জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি কহিব, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে, নরপতি কহিলেন বয়স্য! বল দেখি এক্ষণে কি উপায়ে প্রিয়াবিরহিত দগ্ধ জীবিতের স্বাস্থ্য সম্পাদন করি। পরে ভূর্জপত্রের বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় হইলে কহিলেন সখে! তোমার নিকট যে প্রেয়সীপ্রেরিত আশ্বাসপত্রিকা আছে, কৈ তা দাও দেখি। মানবক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন দেখিতে পাইতেছি না; বোধ হয়, সে স্বর্গীয় ভূর্জপত্র, স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। রাজা শুনিয়া

সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মূর্খতা অশেষ দোষের আকর, এ অতি যথার্থ কথা। যাহা হউক, শীঘ্র অন্বেষণ কর। মানবক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন কিন্তু পাইলেন না।

এদিকে রাজমহিষী ঔশীনরী স্বামিকে উর্ব্বশীবিরহে নিতান্ত বিধুর দেখিয়া অবধি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছিলেন, সম্প্রতি নিজপরিচারিণী নিপুণিকাকে কহিলেন নিপুণিকে! যদিও রাজা অপরাধী বটেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে না দেখিয়া এক্ষণের নিমিত্তও সুস্থ থাকিতে পারি না; যাহা হউক, বলিতে পার এক্ষণে তিনি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? সে কহিল দেবি! মহারাজ মানবকের সহিত লতাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়াছি। রাজ্ঞী কহিলেন তবে চল তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের রহস্যালাপ শুনিতে পাইব। এই বলিয়া উভয়ে লতাগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভূর্জপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র কহিলেন নিপুণিকে! দেখ ক্ষুদ্র চীরকের ন্যায় এক পত্র বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া এদিকে আসিতেছে। নিপুণিকা অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন দেবি! পরিবর্ত্তন দ্বারা বোধ হইতেছে ইহা অক্ষরাঙ্কিত ভূর্জপত্র। এই যে দেখিতে দেখিতে আপনারই নূপুরলগ্ন হইল। এই কথা বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কহিলেন দেবি! পাঠ করিয়া দেখিব। তিনি কহিলেন দেখ দেখি ইহাতে কি লিখিত আছে। নিপুণিকা পাঠ

করিয়া কহিলেন দেবি! ইহা উর্ব্বশীর মদনলেখন, বোধ হয় আর্য্য মানবকের অনবধানবশতঃ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রাজ্ঞী কহিলেন তবে স্পষ্টরূপে পাঠ কর। নিপুণিকা পাঠ করিতে লাগিল। রাজ্ঞী শ্রবণ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ভাবার্থ অবগত হইয়া কহিলেন নিপুণিকে! এই পত্রিকা আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। চল এই উপহার দিয়াই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবেক। এই বলিয়া রাজসমীপে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহীপতি এক মাত্র বিনোদনোপায় ভূর্জপত্র হস্ত বহির্ভূত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন এবং সমীরণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে বলিয়া কাতরবচনে বায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন সখে মলয়ানিল! তুমি স্বীয় সুরভিতা সম্পাদনার্থ অনবরত নানাবিধ সুরভি পুষ্পের পরাগ সংগ্রহ করিতেছ, কর। কিন্তু কি উপকার প্রত্যাশায় প্রেয়সীর স্নেহময়ী পত্রিকা হরণ করিলে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর প্রিয়াবিরহিত হতভাগ্যগণের এইরূপ উপায় ভিন্ন বিনোদনের আর উপায়ান্তর নাই, ইহাও তোমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম আছে; অতএব তাহাদিগকে সেই পরম ধনে বঞ্চিত করা তাদৃশ মহাত্মগণের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। নিপুণিকা নরপতির তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিল দেবি! মহারাজ এই ভূর্জপত্রের অন্বেষণ করিতে করিতে কত প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে-

ছেন শুনিতে পাইতেছেন ? মহিষী কহিলেন নিপুণিকে ! আর আমাদের কথোপকথনের প্রয়োজন নাই ; মৌনাবলবম্বন পূর্ব্বক দেখা যাউক অতঃপর কি করেন।

মানবক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে এক ময়ূর পুচ্ছে প্রতারিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন বয়স্য! পত্রিকাবোধে যাহার নিকটে যাই, কেমন অদৃষ্টের দোষ যাইবা মাত্র বিপ্রলব্ধ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইতে হয়। দেখ এইমাত্র এক ময়ূর পুচ্ছে প্রতারিত হইলাম। নরপতি দীনবচনে কহিলেন সখে! আর বৃথা অন্বেষণ করিয়া আয়াসিত হইবার আবশ্যক নাই, যদি বিনষ্ট বস্তু পুনর্লভ্য হইত, তাহা হইলে জগতে কেহই দুঃখভাগী হইত না ; বুঝিলাম এত দিনে আমার জীবন সংশয় উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী তাঁহার অধিক কাতরোক্তিশ্রবণে অসমর্থ হইয়া সহসা সম্মুখীন হইলেন এবং সেই ভূর্জপত্র প্রদর্শন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! এত দুঃখ প্রকাশ করিবেন না, সেই এই পত্রিকা, গ্রহণ করিয়া সুখ সচ্ছন্দে অবস্থান করুন! নরপতি অকস্মাৎ মহিষীকে সমীপবর্ত্তিনী ও তাঁহার হস্তে উর্ব্বশীলিখিত পত্রিকা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া গোপনে মানবককে কহিলেন বয়স্য! এখন কি উপায়ে এই অন্যায়াচরণের প্রতিবিধান করি। মানবক কহিলেন লোপ্ত্র সমেত ধরা পড়িলে চৌরের বাক্যমাত্র দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত।

অনন্তর রাজা মহিষীকে কহিলেন দেবি! আমি

ভূর্জপত্রের অন্বেষণ করিতেছি না; আমার মন্ত্র পত্রের অন্বেষণ করিতেছি। রাজ্ঞী কোপোপরক্ত নয়নে কহিলেন ইহা আপনার মন্ত্রপত্র অপেক্ষা অধিক প্রার্থয়িতব্য আর গোপনের প্রয়োজন নাই। নরপতি লজ্জাস্খলিতবচনে কহিলেন দেবি! বৃথা আশঙ্কা করিয়া কেন আমাকে অপরাধীর মধ্যে গণনা করিতেছ? রাজ্ঞী কহিলেন এবিষয়ে আপনার অপরাধ কি, আমি যখন এমন সময়ে প্রতিকূলদর্শনা হইয়া আপনার প্রিয়তমাচিন্তার ব্যাঘাত করিলাম, তখন আমিই সম্পূর্ণ অপরাধিনী হইয়াছি; যাহা হউক, আর অধিক ক্ষণ আপনার হর্ষে বিষাদ জন্মাইব না; এই বলিয়া নিপুণিকাকে কহিলেন নিপুণিকে! চল আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি আর এখানে থাকিয়া মহারাজের মনোবেদনা দেওয়া উচিত নহে; এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। নরপতি বিনীতবচনে কহিলেন দেবি! প্রভু ভৃত্যের অপরাধ ব্যতিরেকে কখন বিরক্ত হয়েন না; সুতরাং আমি অপরাধী হইয়াছি কিন্তু কৃপা করিয়া এই প্রথমাপরাধ মার্জনা করিতে হইবে—এই কথা বলিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। মহিষী সকোপবচনে কহিতে লাগিলেন, এখন আর বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশের অবসর নাই; মূলচ্ছেদ করিয়া জলসেক করিলে কি লতা পল্লবিত হইয়া থাকে? এই রূপে রাজার বিনয় বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া পরিজন সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মানবক ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স্য! রাজ্ঞী বর্ষাকালীন কল্লোলিনীরন্যায় অপ্রসন্ন ভাবেই

গমন করিলেন, আর অরণ্যে রোদন করিলে কি হইবে, গাত্রোত্থান কর। রাজা উঠিয়া সাভিমানবচনে কহিলেন সখে! এত স্তুতি বিনীতিতেও দেবীর রোষোপশম হইলনা কি আশ্চর্য্য কি অন্যায়! যদি ও স্বামী অতি কদর্য্য-স্বভাব ও কদাচার হয়েন তথাপি তাঁহার পাদপতন ও বিনয়-বচন লঙ্ঘন করা অবলাজাতির কদাপি বিধেয় নহে। মানবক কহিলেন বয়স্য! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থ বটে কিন্তু নয়নপীড়িত ব্যক্তি কোন মতেই সম্মুখে দীপশিখা সহ্য করিতে পারে না। নরপতি উত্তর করিলেন সখে! আমি উর্ব্বশীর প্রতি যথার্থ বিলক্ষণ অনুরক্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু মহিষীর প্রতি সৌজন্য স্নেহ ও বহু মান প্রকাশাদি কোন বিষয়েই কখন কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই, তথাপি তিনি যে অকারণে প্রণিপাতলঙ্ঘন করিলেন ইহা শীঘ্র বিস্মৃত হইব না।

অনন্তর মানবক কহিলেন বয়স্য! আর ওসকল কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি স্নানভোজন-বেলা উপস্থিত। নরপতি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যথার্থই দিনমণি গগনের মধ্যমণি হইয়াছেন। মানবক কহিলেন সখে! ঐ দেখ ময়ূরগণ ঘর্ম্মার্ত্ত হইয়া বৃক্ষগণের সুশীতল আলবাল মূলে অবস্থিতি করিতেছে, দ্বিরেফমালা উত্তাপভয়ে কর্ণিকার কুসুমের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, মরালকুল আতপতপ্ত বারি ত্যাগ করিয়া তীরস্থনলিনীর শিশিরচ্ছায়াতে অবস্থান করিতেছে এবং কেলীগৃহবাসী পঞ্জরশুকশারিকাসকল ক্ষামকণ্ঠ হইয়া বারম্বার জল

প্রার্থনা করিতেছে এবং প্রান্তরে গো মহিষ হরিণ প্রভৃতি পশুগণ জলভ্রমেগমৃতৃষ্ণিকায় ধাবমান হইতেছে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী

তৃতীয় অঙ্ক।

ভরতমুনির এক শিষ্য অভিনব নাটকের অভিনয় দর্শনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে দেবসভায় গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম পৈলব। পৈলব তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার এক প্রিয়বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে পৈলব! উপাধ্যায়প্রণীত মনোরম নাটকের অভিনয় দর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না? তিনি উত্তর করিলেন যদি উর্ব্বশী অনবধান প্রদর্শন করিয়া রসভঙ্গ না করিত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সকলের সন্তোষজনক হইত সন্দেহ নাই। তিনি কহিলেন বয়স্য! উর্ব্বশী কিরূপে রসভঙ্গ করিল শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। পৈলব কহিলেন বয়স্য! লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর উপাখ্যানের অভিনয় হইতে ছিল। অবসর ক্রমে বারুণীরূপধারিণী মেনকা লক্ষ্মীবেশধারিণী উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিল ভগবতি কমলে! দেব দানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষের সমাগম হইয়াছে; বল দেখি ইহার মধ্যে কাহার হস্তে তোমার আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষ হয়?

উর্ব্বশী পুরুরবাচিন্তায় একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে পুরুষোত্তমের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইয়া আপনার অভিপ্রেত প্রিয়-

তমকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি মহারাজ পুরূরবার প্রণয়প্রত্যাশী হইয়া অন্যসকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য হইয়াছি।

বন্ধু কহিলেন সখে! এ অতি যথার্থ কথা যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ ভবিতব্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ভাল বয়স্য! উপাধ্যায় তাহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইলেন না? ঐপলব কহিলেন সখে! রোষ বা অসন্তোষের কথা কি কহিতেছ। উপাধ্যায় তাহাকে তাদৃশ অনবহিত ও অধীর-প্রকৃতি দেখিয়া ক্রোধভরে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছেন যে “ যেমন তুই অবজ্ঞা করিয়া আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিলি আর দিব্য ভূমিতে তোর কোন প্রকার অধিকার থাকিবে না ”।

অনন্তর দেবরাজ তাহাকে লজ্জায় নম্র ও বিষন্নমুখী দেখিয়া অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বালে! যাঁহার প্রতি তোমার প্রীতি বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনি আমার পরম-বন্ধু ও সমরসময়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন; অতএব যাবৎ তৎসহযোগে তোমার সন্তানোৎপত্তি না হয় ও তিনি সেই সন্তানের মুখ দর্শন না করেন, তাবৎ তুমি অ-বাধে তাঁহার শুশ্রূষা কর, পরে স্বর্গীয় সমুদায় বিষয়ে পূর্ব্ববৎ অধিকারিণী হইয়া স্বর্গে আগমন করিবে। এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন বয়স্য! সুরপতি উর্ব্বশীর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিতে হইবে। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ঐপলব গগনমণ্ডলে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন সখে! কথায় কথায় অভিষেক বেলা

অতিক্রান্ত হইল, আইস শীঘ্র উপাধ্যায়ের সমীপবর্ত্তী হই। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী নরপতির প্রণিপাতলঙ্ঘনে অতিশয় অনুতাপিত হইয়া পুনঃসমাগমবাসনায় এক কল্পিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিপুণিকা নাম্নী পরিচারিকা দ্বারা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা পাঠাইলেন, যে মহারাজ! অবলা জাতি অতি নির্ব্বোধ, অবিমৃষ্যকারী ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; সুতরাং তাহাদের পদে পদে অপরাধের সম্ভাবনা। যদি মহাত্মগণ তাহাদের অপরাধ মনে করিয়া অভিমানী হয়েন, তাহা হইলে সেই চিরাপরাধিনীরা আর কাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে? সম্প্রতি আমি প্রিয়প্রসাদন নামে এক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি, মহা-রাজকে পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ব্রতস্থলে উপ-স্থিত হইতে হইবেক। রাজ্ঞী নিপুণিকাকে পাঠাইয়া বিশ্বস্ত হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার প্রতীহারীকে প্রেরণ করিলেন। প্রতীহারী যাইতে যাইতে মানসিক দুঃখ প্র-কাশ করিতে লাগিল, হায়! সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই যৌব-নাবস্থায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত সন্তানের হস্তে কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অবসৃত হইয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তিদিগকে এই মানহানিকর শ্ববৃত্তি সেবাশৃঙ্খলে নিগড়িত হইয়া আজন্ম চিরদুঃখে কালাতি-পাত করিতে হইল। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ অতীব দুষ্কর। যাহা হউক মহারাজের সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন হইলে দেবীনিদেশ নিবেদন করিয়া, আপাততঃ

নিশ্চিন্ত হই। এই কহিয়া রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সায়ং-কালীন রমণীয়তা অবলোকন করিতে লাগিল। কোন স্থানে দিবসাবসানসূচক তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, কোন স্থানে বন্দিগণ সন্ধ্যাকালীন স্তুতি পাঠ করিতেছে, প্রজ্বলিত ধূপধূম বাতায়নপথে নিঃসৃত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন গৃহ বহিঃস্থিত কাষ্ঠদণ্ড সকলে পারাবতগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে, এবং বৃদ্ধান্তঃপুরিকাগণ স্থানে স্থানে দীপ স্থাপন করিলে সমুদায় পুরী হীরকমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর নরপতি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া, মানবক সমভিব্যাহারে বহির্গমন করিতেছেন এমত সময়ে, প্রতীহারী তাঁহার দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান হইল।

ভূপতি উর্ব্বশীচিন্তায় নিতান্ত অধীর, সায়ংসময় উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কথঞ্চিৎ নিরুৎকণ্ঠচিত্তে দিন যাপন করিলাম, কিন্তু এই বিরহদীর্ঘযামা যামিনী কিরূপে অতিবাহন করিব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মন্থরগমনে আগমন করিতেছেন। প্রতীহারী মহারাজের জয় হউক বলিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল মহারাজ! মহিষী নিশাকরের রোহিণীযোগ পর্য্যন্ত মহারাজকে মণিহর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। রাজা কহিলেন তুমি দেবীকে নিবেদন কর আমি শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইতেছি। প্রতীহারী যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলে ভূপতি মানবককে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! বল দেখি, দেবী কি উদ্দেশে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন?

তিনি উত্তর করিলেন সখে! আমার বোধ হয় মহানুভাবা মহিষী পুরাকৃত প্রণিপাতলঙ্ঘনে সাতিশয় অনুতাপিত হইয়া তজ্জনিত দোষ ক্ষালনার্থ এই এক উৎকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

রাজা কহিলেন সখে! যথার্থই অনুভব করিয়াছ। মনস্বিনী কামিনীগণ প্রিয়তমকৃত স্তুতি বিনীতি বিলঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে এইরূপ চাতুরীই অবলম্বন করিয়া থাকে; যাহা হউক, আইস আমরা মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে গমন করি। এই কথা বলিয়া উভয়ে মণিহর্ম্যাভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া মানবক উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন বয়স্য! নিশাকর উদিতপ্রায় হইয়াছেন। ঐ দেখ পূর্ব্বদিক্ তিমিররূপ অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে প্রিয়তমের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে।

রাজা, সখে! যথার্থ অনুভব করিয়াছ বলিয়া আদিপুরুষ ভাবে চন্দ্রের অশেষবিধ স্তুতি পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া দীপধারিণী পরিচারিণীদিগকে বিশ্রামের আদেশ করিলেন।

অনন্তর নরপতি গগনমণ্ডলে নয়নপাত করিয়া কহিলেন, বয়স্য! বোধ হইতেছে, রোহিণীযোগের কিছু বিলম্ব আছে, যাবৎ দেবী উপস্থিত না হয়েন, তাবৎ এই নির্জ্জন প্রদেশে বিশ্রম্ভালাপের বাধা কি? মানবক কহিলেন সখে! এ আমোদ প্রমোদের সময়, দুঃখ প্রকাশের অবসর নহে; বিশেষতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া দুঃখের

কথা বারম্বার স্মরণ করিলে মানসিক যন্ত্রণা ভিন্ন কিছুই লাভ নাই; ফলতঃ যদিও সেই সুরবিলাসিনীর সহিত আশু সমাগমের কোন বিশেষ হেতু উপলব্ধ হইতেছে না বলিয়া তোমার ধৈর্য্যগুণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; তথাপি তাঁহার তৎকালীন তাদৃশ অনুরাগসূচক ব্যবহার স্মরণ করিয়াও প্রত্যাশিত হওয়া উচিত। রাজা কহিলেন বয়স্য! তুমি যথার্থই কহিতেছ বটে, কিন্তু আমার মন এমন উদ্বেল হইয়াছে, যে কোন মতেই সান্ত্বনা রূপ শর্করা সেতু বেষ্টনে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারা যায় না। সখে! দুঃখের কথা কি কহিব, দেখ দেখি দুরাত্মা মকর-কেতুর কি কৃতঘ্নতা! আমি আন্তরিক যত্ন সহকারে তাঁ-হাকে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া অনেক সংকল্পশত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিলাম, এক্ষণে সেই নৃশংস আমারই অন্তর্জ্জ্বালার উত্তেজনা করিতে লাগিল।

মানবক রাজার চিত্তবিকার উপস্থিত দেখিয়া তাঁহা-কে অন্যমনা করিবার আশয়ে উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক কহি-লেন, সখে! তোমার এই অনপগতলাবণ্য কৃশাঙ্গদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, অচিরাৎ সেই হৃদয়োন্মাদিনী সুরকামিনী তোমার নয়নানন্দিনী হইবেন। এই কথা কহিতে কহিতেই দক্ষিণবাহুস্পন্দ হওয়াতে ভূপাল অভিমত ফলসূচকলক্ষণ অনুভব করিয়া কহিলেন সখে! তুমি যেমন আমাকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে প্রত্যাশাপাশে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; সেইরূপ এই দক্ষিণবাহু সহসা স্পন্দিত হইয়া আমার বিরহবিধুর অবিশ্বস্ত মান-

সের বিশ্বাসোৎপাদন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া মানবক প্রগল্ভিত বাক্যে কহিলেন, প্রিয়তম! ব্রাহ্মণের বাক্য কখন কি বিফল হইয়া থাকে? উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এদিকে উর্ব্বশী রাজবিরহে অধীর হইয়া অভিসরণোপযোগি বেশ ভূষা পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিমানারোহণে আগমন করিতে করিতে নিজ পরিচ্ছদ পরিপাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রলেখাকে কহিলেন সখি! এই মুক্তাভরণ ও নীলমণিবিভূষিত অভিসারিকাবেশ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইতেছে; দেখ দেখি, ইহা বাস্তবিক কি মনোরম হইয়াছে। চিত্রলেখা কহিলেন প্রিয়সখি! অধিক আর কি বলিব, ইহার বৈচিত্র্য ও তজ্জনিত তোমার মাধুর্য্যাতিশয় দর্শনে আমার এরূপ বোধ হইতেছে যদি জগদীশ্বর আমাকে পুরূরবা করিতেন, তাহা হইলেই ইহার দর্শন সার্থক হইত। উর্ব্বশী কহিলেন সখি! সে যাহা হউক, বল দেখি আর কত দূরে রাজধানী। চিত্রলেখা কহিলেন সখি! আমরা প্রায় রাজধানীর সন্নিধানে উপনীত হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী আনন্দিত মনে কহিলেন সখি! তবে একবার প্রণিহিত হইয়া দেখ দেখি, সেই হৃদয়চোর কোন্ স্থানে কি রূপে কাল যাপন করিতেছেন। চিত্রলেখা মনে মনে ভাবিলেন ইঁহাকে প্রায় মহীপতির সম্মুখেই আনিয়াছি; এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ ইহাঁর সহিত পরিহাস করা যাউক। এই স্থির করিয়া কহিলেন সখি! সমাধি দ্বারা দেখি-

লাম, তোমার প্রিয়তম এক অভিমত কামিনীর সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন। ইহা শুনিয়া উর্ব্বশী সস্মিত বদনে কহিলেন, সখি! ইটি তোমার কাল্পনিক কথা। ইহাতে আমার হৃদয় প্রত্যয় করিতেছে না। আর আমি বিলক্ষণ জানি যে, কেহ কখন অননুরক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত এত কাতর হয় না। প্রিয়সখি! এ পরিহাসের সময় নহে; ত্বরায় তাঁহার সহিত সমাগত করিয়া আমার বিরহ-কাতর জীবিতের স্বাস্থ্য সম্পাদন কর। চিত্রলেখা সহাস্য বদনে কহিলেন সখি! আমি যথার্থই পরিহাস করিতে-ছিলাম, ঐ দেখ মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদে নরপতি বয়স্যের সহিত তোমার সহিত সমাগমের উপায় চিন্তা করিতে করিতে কত প্রকার কল্পনা করিতেছেন। উর্ব্বশী কহি-লেন সখি! চল, শীঘ্র সমীপবর্ত্তিনী হইয়া ইঁহাদিগের পরামর্শ শ্রবণ করি, এই কথা কহিয়া উভয়ে অবতরণ করিয়া রাজসমীপে উপনীত হইলেন।

দিনযামিনী সুরবিলাসিনী চিন্তায় নিমগ্ন ভূপতি মান-বককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স্য! বিরহবেদনা দিবাভাগে নানাবিষয়িনী চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাতে বিরহি-দিগকে নিতান্ত কাতর করিতে পারে না; কিন্তু রজনী যোগে সুযোগ পাইয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী হইয়া কতই ক্লেশ-কর হইয়া উঠে।

ইহা শুনিয়া উর্ব্বশী হর্ষবিকসিত বদনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! তুমি আমার সহিত আজন্ম বন্ধুতা পরিত্যাগ করিয়া যে ইঁহার শরণাগত হইয়াছ, এত

দিনে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ হইল; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আনন্দমন্থরগমনে রাজসমীপে গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগত হইয়া সহচরী চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়সখি! আমি মহারাজের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলাম, তথাপি তিনি চিরসমাগমোচিত সম্ভাষণাদি বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন; ইহার কারণ কি? চিত্রলেখা সস্মিত বদনে কহিলেন অয়ি অধীরসত্বরে! তুমি যে তিরস্করিণীপ্রচ্ছন্না রহিয়াছ, তাহা কি আনন্দে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ? তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল এমন সময়ে রাজ্ঞীর আগমনকোলাহল হইয়া উঠিল। উর্ব্বশী শুনিবা মাত্র অতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে আপনার অদৃষ্টের ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মানবক কহিলেন সখে! দেবী উপস্থিতপ্রায় হইলেন আর এ সকল কথার আবশ্যক নাই। নরপতি কহিলেন বয়স্য! তুমি সাবধানে স্থির চিত্তে অবস্থান কর; দেখিও যেন কোন মতে চাপল্য প্রকাশ না হয়।

উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে কহিলেন সখি! রাজ্ঞীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই অবমানিত হইবার সম্ভাবনা; এক্ষণে আমাদের কি করা উচিত। চিত্রলেখা কহিলেন সখি! তুমি বৃথা কেন অমূলক চিন্তায় কাতর হইতেছ? আমরা তিরস্করিণী দ্বারা মানবজাতির সম্যক্ রূপে অদৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি এবং রাজ্ঞী ব্রতসম্পাদনার্থ আগমন করিয়াছেন, ব্রতানুষ্ঠান হইলেই এ স্থানে অধিক ক্ষণ অবস্থান করিবেন না; অতএব প্রতিগমনেরও প্রয়োজন নাই।

মানবক ভূপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! দেবী পুরাকৃত অবিনয় পরিহার ও আমাদিগের প্রতি রোষশূন্যতা প্রদর্শনার্থ এই চাতুরী অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। রাজা কহিলেন বয়স্য! তাহার সন্দেহ কি; ইহাঁর এই বিনীত বেশ ভূষাই তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে মহিষী জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সপরিজনে মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে স্বাগত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া আসনে সন্নিবেশিত করিলেন।

উর্ব্বশী অন্তরাল হইতে দেবীর রূপ লাবণ্য বিলোকন করিয়া ও ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণের লক্ষণ সকল স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া কহিলেন ইনি রাজমহিষী শব্দে বিখ্যাত হইবার উপযুক্ত পাত্র সন্দেহ নাই।

রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া শিষ্টাচার পরম্পরা সমাধান পূর্ব্বক বিনীতবচনে কহিলেন আর্য্যপুত্র! আপনাকে সম্মুখীন করিয়া এক ব্রত সম্পাদনের অভিলাষ করিয়াছি; যদি অনুগ্রহ করিয়া এই উপরোধটি রক্ষা করেন, তাহা হইলে ব্রতানুষ্ঠানে অধিকারিণী হই।

রাজা কহিলেন দেবি! প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে কোন্ ভৃত্যের সাহস হয়? যাহা হউক জিজ্ঞাসা করি, যে ব্রতের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ, ইহার নাম কি? মহিষী অবলাজনসুলভ লজ্জার বশম্বদতায় স্বয়ং কিছু বলিতে না পারিয়া পরিচারিকার প্রতি নয়নপাত করিলে,

সে কহিল মহারাজ! ইহার নাম প্রিয়প্রসাদন। এই কথা শুনিয়া নরপতি রাজ্ঞীর প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! এই অকিঞ্চিৎকর ব্রত সাধনার্থ এত দূর পর্য্যন্ত আত্মাকে আয়াসিত করিতেছ? কি আশ্চর্য্য! নিযুক্তেরাই স্বামিসন্তোষার্থ নানাবিধ চেষ্টা পাইয়া থাকে; কিন্তু ভৃত্যের প্রসন্নতা লাভার্থ প্রভুর এত যত্ন কখনই দেখি নাই।

উর্ব্বশী রাজার এই রূপ সম্মানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সহচরীকে কহিলেন, সখি! মহারাজ মহিষীর যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। চিত্রলেখা কহিলেন অয়ি মুগ্ধে! অন্যসংক্রান্তহৃদয় ধূর্ত্তেরা স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট এই রূপ দাক্ষিণ্যই প্রকাশ করিয়া থাকে।

রাজ্ঞী কহিলেন আর্য্যপুত্র! এই ব্রতের কেমন প্রভাব দেখুন! শুনিয়াছিলাম আপনি আমার প্রতি অভিমানারূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রতের আয়োজন হইতে না হইতেই আপনার অনুকূলাচরণ লক্ষিত হইতে লাগিল। নরপতি এই কথার উত্তর প্রদানে উদ্যত হইলে, মানবক নিবারণ করিয়া কহিলেন, সখে! দেবী বাস্তবিক কথাই কহিতেছেন, আর ইহার উপর বাক্চাতুর্য্যের প্রয়োজন নাই।

অনন্তর রাজ্ঞী ব্রতসাধনের শুভ সময় উপস্থিত দেখিয়া পরিচারিণীদিগকে উপহার সামগ্রী আনয়ন করিতে আদেশ করিলে তাহারা সমুদায় সামগ্রী সম্মুখে আনয়ন করিল। দেবী গন্ধ পুষ্পাদি বিবিধ উপহারে চন্দ্রদেবের পূজা করিয়া মানবক ও কঞ্চুকীকে যথেষ্ট মিষ্টান্ন প্রদান

করিতে অনুমতি করিলেন। পরিচারিকাগণ তাহাদিগকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া নানা বিধ সুরস সামগ্রী প্রদান করিল। তাহারাও আনন্দে আশীর্ব্বাদ করত গ্রহণ করিল। অনন্তর রাজ্ঞী স্বহস্তে স্বামিপূজা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "আমি এই চন্দ্ররোহিণী দেবতা মিথুন সমক্ষে অকপট হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি মহারাজ যে অনুরক্ত কামিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবেন, আমি প্রাণান্তেও তাহার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিব না।"

উর্ব্বশী তাঁহার তাদৃশ উপসংহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, অবলা জাতিতে এরূপ সরলহৃদয়া ও মহানুভাবা কামিনী কখন নয়নগোচর করি নাই,ইনিই যথার্থ পতিপ্রাণা প্রণয়িনী; যেহেতু ইনি স্বামিসন্তোষার্থ এতাদৃশ অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হইলেন; যাহা হউক ইহা শুনিয়া আমার হৃদয় নিঃশঙ্ক ও সুস্থ হইল। চিত্রলেখা কহিলেন সখি! মুগ্ধ-স্বভাবা মহিষীর এই প্রতিজ্ঞানুসারে বোধ হয় এত দিনে তোমার প্রিয়সমাগম অব্যাহত হইল।

মানবক দেবীর অগোচরে কহিলেন হস্তহীন লোক সম্মুখধাবিত চোরকে ধরিতে না পারিলে সুতরাং ধর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। ভূপতি মহিষীর এরূপ উদার বচন শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আন্তরিক আনন্দ প্র-চ্ছাদন করিয়া ম্লানবদনে কহিলেন, অয়ি অসহনে! তুমি আমাকে যেরূপ ভাবিতেছ, বাস্তবিক আমার স্বভাব সে-

ৰূপ নহে। রাজ্ঞী কহিলেন আর্য্যপুত্র! আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম, আপনার কর্ত্তব্য আপনি বিবেচনা করিবেন, এই কথা কহিয়া পরিচারিকাদিগকে গমনার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলে, রাজা কহিলেন দেবি! এতশীঘ্র প্রতিগমন করিলে প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর প্রতি নিতান্ত নিগ্রহ প্রকাশ হয়। রাজ্ঞী কহিলেন আর্য্যপুত্র! মনোহর বন্ধু সহবাসে কাহার অনিচ্ছা হয়! কি করি, আজি ব্রতনিয়মে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, নতুবা আপনাকে অনুরোধ করিতে হইবে কেন; এই বলিয়া সপরিজনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী কিয়দ্দূর গমন করিলে উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে কহিলেন, সখি! রাজর্ষি যেৰূপ কলত্রপ্রিয়, তাহাতে ইহাঁর প্রসন্নতালাভের প্রত্যাশা করিতেও সাহস হয় না, কিন্তু অবোধ হৃদয় কোন ক্রমেই এই দূরাশার দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহে, কি করি! চিত্রলেখা কহিলেন প্রিয়সখি! পূর্ব্বেই ত অন্যাসক্ত ধূর্ত্ত নায়কগণের স্বভাবের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছি, আর কেন বৃথা চিন্তায় অধীর হইতেছ? ইনি মহিষী সমক্ষে যে সকল কথা কহিলেন সে সমুদায়ই মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত, একটীও আন্তরিক নহে। এইৰূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। ভূপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহিষীর গমনপথে নয়নপাত করিয়া কহিলেন বয়স্য! দেবী অনেকদূর গমন করিয়াছেন। আইস বিশ্রম্ভালাপসুখ সম্ভোগ করি।

মানবক কহিলেন সখে! দেবী সান্নিপাতিক বিকার বিকৃতরোগীর ন্যায় তোমাকে স্ববশে রাখা অসাধ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে উর্ব্বশীর প্রিয়পাত্র হইয়া মহোৎসবে সময় যাপন কর। রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন বয়স্য! আমার ভাগ্যে কি উর্ব্বশীসমাগম ঘটিবে? আমি আর কি সেই অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে পাইব? আর কি সেই মনোহর নূপুরশিঞ্জিত শুনিতে পাইব? তিনি কি সহসা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া কমলকোমল করযুগলে আমার লোচনযুগল আবৃত করিবেন? অথবা এই সৌধতলে অবতরণ করিয়া সসাধ্বসবশে মন্থরগামিনী হইলে চতুরা চিত্রলেখা বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আমার সম্মুখে উপনীত করিবে?

চিত্রলেখা রাজার এইরূপ অভিলাষ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশীকে কহিলেন প্রিয়সখি! বল্লভের এই মনোরথ পূর্ণ করা উচিত। উর্ব্বশী কহিলেন প্রিয়সখি! যাহা কহিতেছ, বাস্তবিক বিধেয় বটে, কিন্তু কিরূপে এক বারে লজ্জার মস্তকে পদার্পণ করিব; যাহা হউক বন্ধুজনের অনুরোধ অনুল্লঙ্ঘনীয়, এই বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভূপতির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া করপুটদ্বয়ে নয়নদ্বয় আবরণ করিলেন। চিত্রলেখা মানবককে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া সঙ্কেত করিলেন। ভূপতি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া পুলকিত বদনে কহিলেন, বয়স্য! আমার বোধ হইতেছে নারায়ণোরুসম্ভবা মহানুভাবা আমার নেত্রাবরণ করিয়াছেন। মানবক কহিলেন সখে! কিরূপে অনুভব

করিলে? রাজা কহিলেন সখে! তাঁহার করপল্লব স্পর্শ ব্যতিরেকে শরীর এরূপ পুলকিত হইবে কেন? দেখ! কুমুদবন কেবল সুধাংশুকিরণেই বিকসিত হইয়া থাকে। উর্ব্বশী রাজাঙ্গস্পর্শে জড়ীভূত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! আমার শরীর অলস ও বাহুযুগল এমত দুর্ভর হইয়াছে যে নয়ন হইতে উত্তোলন করিতে পারিতেছি না, এই বলিয়া মুকুলিতাক্ষী নয়ন হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া কথঞ্চিৎ মন্থর গমনে রাজসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপবেশন করাইলেন। অনন্তর চিত্রলেখা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, ভূপতি কহিলেন আজি তোমাদিগের শুভাগমনে সর্ব্বতোভাবে কুশলী হইলাম। উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! আমি দেবীর আদেশানুসারেই মহারাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছি, নতুবা আমাকে পুরোভাগিনী বিবেচনা করিও না। এই কথা শুনিয়া ভূপতি সস্মিতবদনে কহিলেন, অয়ি হৃদয়হারিণি! যদি আজি দেবীর অনুমতি ক্রমেই স্বীয়ভাবে আমার হৃদয় অধিকার করিতেছ, তবে বল দেখি প্রথমে কাহার অনুমতিতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলে? উর্ব্বশী এইকথা শুনিয়া আর কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। চিত্রলেখা তাঁহাকে উত্তরদানে অসমর্থ দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ত্রিলোকরক্ষিতা, যদি চোর বলিয়া আপনার স্পষ্ট প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে কখনই ইহাঁকে পরিত্যাগ

করা বিধেয় নহে; সম্প্রতি আমার প্রার্থনা এই বসন্তাপগমে সূর্য্যপরিচর্য্যার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, শীঘ্র সুরলোকে উপস্থিত হইতে হইবে; অতএব আমাদিগের উপর এই কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, যেন প্রিয়সখী সুরলোকের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত না হন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! দেবলোক অশেষ সুখের আকর, অতএব তাদৃশ সুখনিধান স্থান বিস্মারিত করা সহজ কর্ম্ম নহে, তবে আমি এই মাত্র কহিতে পারি যে তোমাদের সহচরী আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইলেন, আমি প্রাণপণে ইহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিব। চিত্রলেখা বিনীতভাবে কহিলেন মহারাজ ইহা অপেক্ষা আর অধিক অনুগ্রহের অভিলাষী নহি, যথেষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! এক্ষণে প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দেও। উর্ব্বশী অশ্রুপূর্ণ লোচনে আলিঙ্গন করিয়া ম্লান বদনে কহিলেন সখি! যেন আমাকে একবারে ভুলিয়া থাকিও না। চিত্রলেখা কহিলেন অয়ি পৃথিবীনাথপ্রণয়িণি! তুমি যাহা আশঙ্কা করিতেছ, এক্ষণে তাহা আমাদিগেরই আশঙ্কনীয়, ফলতঃ দূরাবস্থান বা বিয়োগাবস্থা যথার্থ বন্ধুতার ব্যতিক্রম জন্মাইতে পারে না; অতএব সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সদা সাবধানে মহারাজের শুশ্রূষা কর। এই বলিয়া নরপতিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মানবক ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! এত দিনে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল। রাজা

কহিলেন বয়স্য! অধিক কি কহিব, এই সুরবিলাসিনীর সমাগমলাভে আমি যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি, সসাগরা ধরণীর একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও আপনাকে তাদৃশ কৃত-কার্য্য বোধ করি নাই, এই বলিয়া সাদরে উর্ব্বশীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! সুখের অবস্থায় যে সকলেই আত্মীয়তা করে, এ অতি যথার্থ কথা। দেখ যে সুধাংশুকিরণ অগ্নিকণার ন্যায় শরীর দাহ করিত, তাহা আজি সুশীতল চন্দনরসের ন্যায় দেহের স্বাস্থ্য সাধন করিতেছে; যে সকল কোকিলকলরব বজ্রনির্ঘোষ স্বরূপ বোধ হইত, তাহা এক্ষণে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে; এবং যে সকল সুরভিগন্ধ মনকে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত করিত, তাহাতে হৃদয় যৎপরোনাস্তি প্রফুল্ল হইতেছে; অধিক কি বলিব যে যে মনোরম বস্তুজাত হৃদয়যাতনার আবির্ভাব করিত সে সমুদায়ই এক্ষণে আনন্দনীরের প্রস্রবণ স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। উর্ব্বশী বিনীতবচনে কহিলেন মহারাজ! ইহাদিগের কিছুই দোষ নাই আমিই বিলম্বে আসিয়া সম্পূর্ণ অপরাধিনী হইয়াছি। নরপতি কহিলেন সুন্দরি! দুঃখের পর সুখ যেমন প্রীতিকর, ধারাবাহিক সুখ সেরূপ সন্তোষকর নহে। দেখ তরুচ্ছায়া স্বভাবতঃ শীতল; কিন্তু আতপতাপিত না হইলে তাহার যথার্থ শৈত্য গুণ অনুভব করা যায় না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে মানবক কহিলেন বয়স্য! আমরা অধিক ক্ষণ এই অনাবৃতস্থানে অবস্থান করিতেছি, এস্থানে আর অধিক ক্ষণ থাকা উচিত

নহে। রাজা কহিলেন সখে! যথার্থই কহিতেছ, এই বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। যাইতে যাইতে ভূপতি উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! বিরহাবস্থায় ত্রিযামা যেরূপ দীর্ঘযামা প্রতীত হইত,এক্ষণে যদি সেইরূপ বোধ হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি, এই বলিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী।

চতুর্থ অঙ্ক।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে, এক দিবস চিত্রলেখা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বহুদিন হইল আমি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যসেবায় ব্যাপৃত আছি, এপর্য্যন্ত প্রাণাধিকা উর্ব্বশীর কোন মঙ্গলবার্ত্তা না পাইয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি পর্য্যায় সেবা হইতে অপসৃত হইবার অবসর উপস্থিত হয় নাই, যে স্বয়ং যাইয়া সবিশেষ জানিব; যাহা হউক সমাধি অবলম্বন করিয়া দেখি, তিনি কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। এই রূপ নিশ্চয় করিয়া সমাধিদ্বারা অবগত হইলেন, উর্ব্বশী কার্ত্তিকেয় শাপে তদধিকৃত উদ্যানপ্রান্তে লতারূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া একবারে বিষাদসলিলে নিমগ্ন হইলেন ও সর্ব্বদা সোৎকণ্ঠচিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। সহজন্যা নাম্নী তাঁহার এক সহচরী তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সখি চিত্রলেখে! অকস্মাৎ তোমাকে এত ব্যাকুল এবং তোমার মুখকমল ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? চিত্রলেখা কহিলেন প্রিয়সখি! কি কহিব দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সহজন্যা তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন সখি! তোমার কথা শুনিয়া

আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, না জানি সহসা কি আকস্মিক অনিষ্ট ঘটনা হইল! যাহা হউক সবিশেষ শুনিয়া সমানদুঃখভাগিনী হইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে। চিত্রলেখা অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন সখি! একদা নরপতি পুরূরবা অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া কৈলাস শিখরস্থ নন্দনবনে বিহার বাসনায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় মন্দাকিনী-তীরে উদয়বতী নাম্নী এক বিদ্যাধরদারিকা সিকতাপর্ব্বত নির্ম্মিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রাজা তাহার অলৌকিক রূপ মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া উর্ব্বশী যৎপরোনাস্তি রোষপরবশ হইয়া তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে নরপতি নানা প্রকার স্তুতি বিনীতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া এক দিকে প্রস্থান করিলেন। একে নিতান্ত অভিমানী, তাহাতে আবার শাপপ্রভাবে দিব্য-জ্ঞানশূন্য, সুতরাং দেবতানিয়ম বিস্মরণ পূর্ব্বক অবলা-জনপরিহরণীয় কার্ত্তিকেয়াধিকৃত উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইবামাত্র কাননোপান্তে লতারূপে পরিণত হইয়াছেন। সহজন্যা সেই দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাক শ্রবণ করিয়া করুণ বচনে কহিলেন, হায় দৈবের কি অলঙ্ঘনীয় প্রভাব! তেমন আকৃতিরও পরিণামে এই দুরবস্থা ঘটিল! যাহা হউক, সখি! তাহার পর কি হইল? চিত্রলেখা কহিলেন, নরপতি তদবধি তাহার

অদর্শনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অহোরাত্র সেই কাননের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন; এতদিন যাহা হইবার হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ষা কাল উপস্থিত। এইকাল অতি বিষম কাল। নবীন জলদজাল চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া সুমধুর গভীর গর্জ্জন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন নিতান্তাশ্রিত চিরবিরহিত চাতকগণকে বারিদানার্থ আহ্বান করিতেছে; চাতককুল তাহা শ্রবণ মাত্র সমীপবর্ত্তী হইয়া হর্ষসূচক কলকল ধ্বনি করিতেছে; ময়ূর ময়ূরীগণ আহ্লাদে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; কাশ কদম্ব কুটজ পুষ্পের শোভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইয়াছে, তাহাদিগের পরাগবাহী গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিয়া সমুদয় স্থান সুগন্ধময় করিতেছে। এ সময়ে যোগিগণেরও মন বিকৃত ও চঞ্চল হইয়া উঠে; বিরহিগণের কথা কি কহিব; অবশ্যই তাঁহার মানসিক বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। সহজন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! কার্ত্তিকেয় শাপ হইতে বিমুক্ত হইবার কি কোন উপায় নাই? চিত্রলেখা বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিলেন সখি! যদিও একটি মাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অতীব দুষ্প্রাপ্য। ভগবতী গৌরীর চরণরাগসম্ভূত সঙ্গমমণি ব্যতিরেকে শাপমোচনের আর উপায়ান্তর নাই। সহজন্যা কহিলেন, সখি! তাদৃশ মধুরাকৃতি কখন চিরদুঃখভাগী হয় না; বোধ করি বিধি অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া অবশ্যই তাঁহার দুঃখাবসান করিবেন। যাহা হউক আর অরণ্যে রোদন করিলে কি হইবে, সম্প্রতি সূর্য্যোপস্থান বেলা উপস্থিত। আইস

স্বকার্য্য সম্পাদনে আত্মাকে নিযুক্ত করি, এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যখন রাজা উর্ব্বশীবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া আহার বিহারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কিরূপে তাঁহার সহিত সমাগম হইবে নিয়ত এই চিন্তা করেন, তখন দুরন্ত বর্ষাঋতু সুরধনুতে সৌদামিনী বাণ যোজনা করিয়া আক্রমণ করাতে তাঁহাকে নিতান্ত অধীর করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইয়া কেবল উর্ব্বশী চিন্তাই তাঁহার মানসরাজ্য অধিকার করিল। তখন এই নিকুঞ্জবনে প্রাণেশ্বরীর দর্শন পাইব, এই গিরিগুহায় তিনি আমার নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, এই নদীপুলিনে আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিবেন এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কাদম্বিনী দিগ্বলয় কবলিত করিল; ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোক বহির্গত হইতে লাগিল, এবং সুরধনু উদিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিল, এবং অনবরত বিন্দু বিন্দু বারিধারা পতিত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া রাজার এই বোধ হইল যেন দুর্ব্বৃত্ত বিকটাকার দৈত্য শরাসনে শরসন্ধান ও বর্ষণ করিতে করিতে প্রিয়তমা উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে, ইহা স্থির করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রতীকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণেই তাঁহার ভ্রান্তি-দূর হইলে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! ইহা নবীন জলদাবলী, দুরাত্মা নিশাচর নহে; ইহা

বাস্তবিক শরাসন নহে, সুরধনু উদিত হইয়াছে ; ইহা বারিধারা পতিত হইতেছে ; শরবর্ষণ নহে, ইহা সৌদামিনীর অচিরপ্রভা প্রকাশিত হইতেছে, প্রিয়তমার শরীর শোভা নহে ; হায়! দুর্ভাগ্য বশতঃ সকল ব্যক্তিই এই রূপ অকারণে প্রতারিত হইয়া থাকে, এই কথা কহিতে কহিতেই দুর্ভর দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া বিচেতন ও অবনীতলে নিপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, এত স্থানে অন্বেষণ করিলাম এক স্থানেও দর্শন পাইলাম না। না জানি কোথায় গমন করিয়াছেন। তিনি কি ক্রোধবশে দেবযোনিসুলভ স্বীয় প্রভাবে মানব জাতির অগোচর হইয়া আছেন? কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকা তাঁহার স্বভাব নহে। কি অভিমানের অনুরোধে দেবলোকে গমন করিয়া থাকিবেন? কিন্তু তিনি অন্যান্য অনুরোধ অপেক্ষা আমার প্রণয়ের অনুরোধকে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, আর আমার সম্মুখ হইতে যে দানবেরা তাঁহাকে লইয়া যাইবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভাবিত, তথাপি তিনি কি নিমিত্ত আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে, মেঘমালা গভীর গর্জ্জন করিয়া বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, কদম্বপরাগবাহী সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল ; ভেককুল হর্ষসূচক মন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিক আলোকময় হইতে লাগিল।

তখন রাজা নিতান্ত অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! আজন্ম হতভাগ্য লোকের এক প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইতে না হইতেই যে নানা প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়, এ অতি যথার্থ কথা। দেখ, যেমন প্রিয়তমার বিরহদুঃখ উপস্থিত হইল, অমনি বর্ষাঋতু স্মরধনুতে শরযোজনা করিয়া তাহার উত্তেজনা করিতে লাগিল। এই কথা কহিয়া জলধরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জলধর! তুমি অবিরত নববারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর সন্তাপ পরিহার করিয়া থাক, কি কারণে রোষপরবশ হইয়া আমার বিরহাগ্নির উত্তেজনা করিতেছ বলিতে পারি না; আমি বিনীতবচনে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যদি এই ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিয়া প্রেয়সীর বদনসুধাকর দর্শনে অধিকারী হইতে পারি, তবে আমি তোমার সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিব; এক্ষণে ক্ষান্ত হও, এক্ষণে আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হও। অথবা সম্প্রতি ইহার অধিকার সময় উপস্থিত; সকলেই স্ব স্ব অধিকারকালে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, আর এইকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াও অরণ্যে রাজোপচার প্রাপ্ত হইতেছি; অতএব ইহাকে তিরস্কার করা অনুচিত; এই সৌদামিনীশোভিত পয়োধরশ্রেণী আমার মণিমণ্ডিত নীল বিতান স্বরূপ হইয়াছে; নিচুল বৃক্ষের মঞ্জরী, চামর ব্যজন স্বরূপ হইয়াছে এবং ময়ূরগণ বর্ষাসুলভ আনন্দে মধুরধ্বনি করিয়া আমার স্তুতিপাঠকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহি-

লেন আমি কি নির্ব্বোধ! প্রিয়তমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া অকারণে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছি; ইহা কি আমার পরিচ্ছদ পরিপাটীচিন্তার সময়? যাহা হউক এক স্থানে অবস্থান করিলে অভীষ্ট লাভ হইবে না, স্থানান্তরে যাই, এই কথা কহিয়া অন্য এক দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক নবকন্দলী বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল দেখিতে পাইলেন। সেই পুষ্পের প্রান্তভাগ ঈষৎ লোহিত বর্ণ এবং অভ্যন্তর নীলবর্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বরী কোন কারণ বশতঃ কোপনা হইলে তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভা বিস্তার করিত। হায়! যেখানে যাই, সেই খানেই তাঁহার আকৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, কিন্তু কোন স্থানেই সেই মোহিনী মূর্ত্তি নয়নগোচর হয় না। কি করি, কোন্ পথে অন্বেষণ করিলে যে তাঁহার দর্শন পাইব, এবং তিনি যে কোন্ পথের পথিক হইয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; যাহা হউক এই পদবীতে অন্বেষণ করি এই বলিয়া সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া কহিলেন, বোধ হয় তিনি এপথে পদার্পণ করেন নাই। কারণ একে ইহা সিকতাময় এবং তাহাতে আবার অনবরত নিপতিত বারিধারা পরিষিক্ত হইতেছে, যদি সেই নিতম্বগুর্ব্বী ইহাতে পাদবিন্যাস করিতেন, তাহা হইলে পশ্চান্নত ও অলক্তকাঙ্কিত চরণচিহ্ন অবশ্যই লক্ষিত হইত। এই স্থির করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ তাঁহার গমন পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা! এই যে প্রাণেশ্বরীর স্তনাবরণ দেখিতেছি; ইহা স্থানচ্যুত হইল কেন? বোধ হয় যখন অভিমানিনী রোষভরে দ্রুতগামিনী হইয়াছিলেন, তখন দুর্ভর পয়োধর ভারধারণে অসমর্থ হইয়া ভ্রষ্ট ও পতিত হইয়া থাকিবে; ভাল ইহা সম্পূর্ণ পীতবর্ণ ছিল, মধ্যে মধ্যে কিরূপে লৌহিত্য জন্মিল? বোধ করি দুঃখিনীর নয়নবারি অধররাগ ক্ষালন করিয়া ইহাতে স্খলিত হইয়া থাকিবে; যাহা হউক, ইহা গ্রহণ করিয়া এই পথে গমন করি। এই বলিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তাহা স্তনাংশুক নহে, ইন্দ্রগোপকীটপূর্ণ শাদ্বলভূমি নিশ্চয় করিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায় দুর্ভাগ্যের কেমন প্রভাব! পদে পদে প্রতারিত করিতেছে। হা দগ্ধবিধে! আর কত কাল আমায় প্রতারণা করিবি, এখনও কি তোর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই? যাহা হউক আর আমি স্বয়ং কোন উপায় উদ্ভাবনের যত্ন করিয়া বারম্বার প্রতারণা ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না; যদি কাহারও নিকট সমাচার পাই, তাহারই অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন এক ময়ূর আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক উদ্গ্রীব হইয়া মেঘমণ্ডল অবলোকন করিতেছে; দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন হে নীলকণ্ঠ! যদি আমার জীবিতেশ্বরী তোমার নয়নগোচর হইয়া থাকেন, তবে বল তিনি কোন্ দিকে গমন করিলেন। বিহগ-

জাতি মানবজাতির কথা কি বুঝিবে, সে বর্ষাকালসুলভ আহ্লাদবিমুগ্ধ হইয়া বর্হাবলী বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নরপতি উর্ব্বশীবিরহে চেতনাচেতনজ্ঞান-শূন্য, তাহাকে উত্তর দানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কহিলেন, উত্তর না দিয়াই নৃত্য করিতে লাগিল; বোধ করি প্রেয়-সীর অনুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে ইহার আন্তরিক হর্ষোদয় হই-য়াছে; কারণ, তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিলে ইহার কলাপের গৌরব রক্ষা হয়, নতুবা সেই সুকেশীর কুসু-মশোভিত ও বিগলিত বন্ধকেশকলাপ বিদ্যমান থাকি-তে কোন্ ব্যক্তি ইহার যৎসামান্য সৌন্দর্য্যশালী শিখ-ণ্ডের সমাদর করিবে? যাহা হউক পরব্যসনসুখী এই বিহগাধমকে আর জিজ্ঞাসা করিব না। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূরে এক জম্বুবৃক্ষে এক কোকিলকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত মনে কহিলেন, পক্ষিমধ্যে এই জাতি অতি বুদ্ধিজীবী, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই সন্ধান পাইব। এই স্থির করিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিকবর! যদি সুমধুরভাষিণী আমার প্রণয়িনী তোমার নয়নপথের প-থিক হইয়া থাকেন, তবে বল কোন্ স্থানে তিনি প্রস্থান করিলেন? কোকিল তাঁহার কথা কি বুঝিবে, সে মনুষ্য দেখিয়া সেই দিকে নেত্রপাত করিল তাহা দেখিয়া ভাবি-লেন, যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, কি নিমিত্ত একান্ত অনুরক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিলেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? ভ্রাতঃ! কখন

তাঁহার কোপের কারণ কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না, তবে যে তিনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি প্রতিকূল হইলেন, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই মাত্র জানি রমণীগণ পুরুষ জাতির উপর প্রভুত্ব ও যথেচ্ছাচরণ করিতে একান্ত বাসনা করে, অপরাধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহে না।

তিনি এই রূপ আর্ত্তভাব ব্যক্ত করিতেছেন, কোকিল দেখিল, ইহা হইতে কোন অনিষ্ট আশঙ্কা নাই,ইহা স্থির করিয়া কখন জম্বূফল আহার, কখন বা কুহুরব করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, হায়! জগতের কি এইরূপ গতি! কেহ কাহারও দুঃখে দুঃখিত হয় না; সকলেই স্বীয় আনন্দে আনন্দিত হইতে ভাল বাসে। ইহাতে বোধ হয় লোকে অন্যের অত্যল্প মাত্র সুখকে অতুল সুখ ও নিতান্ত অসহ্য ক্লেশকেও সামান্য যন্ত্রণা বোধ করিয়া থাকে এই যে প্রাচীন প্রবাদ আছে, ইহার যথার্থ পক্ষে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই বিহঙ্গম জাতি প্রেয়সীর ন্যায় মঞ্জুভাষিণী; অতএব কোপভরে ইহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং যাইতে যাইতে কহিলেন এই বনস্থলীর দক্ষিণাংশে নূপুরধ্বনি হইতেছে; বোধ করি, অভিমানিনী এই পথে যাইতেছেন,এই স্থির করিয়া তদনুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হা বিধে! আর কত কাল আমাকে প্রতারণাজালে নিবদ্ধ

করিয়া অনিবার্য্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন রাখিবে? এখনও কি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই? হায়! বর্ষাগমে মানসগামী মরালগণ মৃণালাদি পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনদিগকে আহ্বান করিতেছে; নূপুরধ্বনি নহে। যাহা হউক যাবৎ ইহারা গগনমার্গে উড্ডীন না হয় তাবৎ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহারা অবশ্য বলিয়া দিতে পারিবে। এই নিশ্চয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জলবিহঙ্গমরাজ! পক্ষিজাতিতে তোমরা অতিশয় সাধু। সাধু ব্যক্তিরা স্বকার্য্যাপেক্ষা অন্যের দুঃখ শান্তি অবশ্য সম্পাদনীয় বোধ করেন, এই নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি যদি আমার হৃদয়হারিণী তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে তাঁহার শুভ সমাচার প্রদান করিয়া আমাকে দুর্ভর শোকভার হইতে অবসৃত কর, পশ্চাৎ মানস সরোবরে গমন করিও। হংস মানবজাতি দেখিয়া উন্মুখ হইয়া দেখিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া নরপতি বোধ করিলেন যখন উৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তখন দেখিয়া গোপন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে সন্দেহ নাই। ইহা স্থির করিয়া কহিলেন রে হংস! গোপন করিতেছ কেন? আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে অবশ্যই তিনি তোমার নয়নানন্দিনী হইয়া থাকিবেন, নতুবা কি রূপে তাঁহার গতি বিভ্রম হরণ করিলে? যখন তাঁহার বিলাসগমন তোমার নিকট লক্ষিত হইতেছে, তখন তোমাকে তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে; যেহেতু চৌরগৃহে অপহৃত বস্তুর একটিমাত্র বহিষ্কৃত হইলে তাহাকে

সমুদায় হৃতবস্তু রাজদ্বারে উপস্থিত করিতে হয়, এই কথা কহিতে কহিতেই তাহারা সকলে প্রস্তুত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইল, তাহা দেখিয়া কহিলেন, হায়! ইহারা আমাকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিয়া দণ্ডভয়ে পলায়ন করিল, এখানে আর বসিয়া চিন্তা করিলে কি হইবে, যদি অন্য কোন স্থানে কাহারও নিকট সমাচার পাই, তাহারই চেষ্টা করি, এই কহিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ঐই যে এক চক্রবাক আপন প্রেয়সীর সহিত বসিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে, ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া তাহার নিকট গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,হে চক্রবাক! তুমি আমার প্রেয়সী উর্ব্বশাকে দেখিয়াছ? সে দৈবাৎ সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া শব্দ করিল, তাহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই স্থির করিয়া কহিলেন তুমি আমাকে জান না, আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা, উর্ব্বশীবিরহে আমার এতাদৃশী দুর্গতি ঘটিয়াছে। চক্রবাক তাঁহার কথা কি বুঝিবে; সে স্বীয় সীমন্তিনীর সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। নরপতি তাহাকে উত্তর দানে অযত্ন প্রকাশ করিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, রে রথাঙ্গনাম! আপনার অন্তঃকরণের সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সুখ দুঃখের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা সকলেরই উচিত। ভাবিয়া দেখ, সরোবরে ক্রীড়া করিতে করিতে তোমার সহচরী নলিনী পত্রে অন্তর্হিত হইলে, তুমি তাহাকে দূরগামিনী

ভাবিয়া কত চীৎকার করিয়া থাক; আমাকে চিরবিরহিত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়াও তাঁহার সন্দেশ দ্বারা সুখী করিতে ভার বোধ করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, আমারই জন্মান্তরপাতকের পরিণত ফল ফলিতেছে। যাহা হউক, অন্যত্র গমন করি। এই বলিয়া এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক প্রফুল্ল কমলে এক মধুকর মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন স্বরে গান করিতেছে; তাহা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, যদিও ইহা হইতে প্রিয়াপ্রবৃত্তিলাভ বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তথাপি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া পাছে পশ্চাৎ অনুতাপিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ হইতেছে। এইরূপ ভাবিয়া সন্দিহানমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুকর! যদি তুমি সেই মদিরাক্ষীর কোন সংবাদ জান তাহা হইলে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়া আমার উৎকলিকাকুল চঞ্চল চিত্তের স্বাস্থ্য সম্পাদন কর; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, সেই সম্পূর্ণচন্দ্রাননা তোমার নয়নগোচর হয়েন নাই; কারণ, যদি তাঁহার মুখকমলের সুরভিগন্ধ একবার আঘ্রাণ করিতে, তাহা হইলে এই সামান্য কমলগন্ধে অন্ধ হইয়া আমোদ করিতে কখনই তোমার প্রবৃত্তি হইত না। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূরে এক কদম্ববৃক্ষমূলে এক হস্তী হস্তিনীদত্ত শল্লকীপল্লব আহার করিতেছে, দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, ইহার নিকট প্রেয়সীর কুশলবার্ত্তা পাইতে পারিব;

কিন্তু এক্ষণে ইহাকে বিরক্ত করা উচিত নহে; যেহেতু নিজ সহচরীর সহিত আনন্দে আহার করিতেছে। এই বলিয়া তাহার ভোজনসমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিযৎক্ষণ পরে তাহাদের আহারাদি সমাপন হইলে সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে করিরাজ! তুমি যেমন যথপতি, আমাকেও লোকে ভূপতি বলিয়া থাকে। দানশক্তি উভয়েরই সমান এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীও যথার্থ প্রণয়িণী বটে; সকল বিষয়েই আমাদের ঐক্য ঘটিয়াছে; কিন্তু আমি প্রার্থনা করি যেন আমার মত তোমাকে বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতে না হয়। যদি তুমি আমার প্রিযতমাকে দেখিয়া থাক তবে বল, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। হস্তী পশুজাতি, তাঁহার মনোরথ কিরূপে পূর্ণ করিবে। স্থতরাং তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক পর্ব্বত অবলোকন করিয়া কহিলেন, বোধ হয় ইহারই নাম স্থরভিকন্দর সানুমান। এই ভূধর অপ্সরজাতির অতিশয় মনোহর; বোধ করি ইহার উপত্যকায় মনোরমার দর্শন পাইব। এই স্থির করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ইহা সহজেই অন্ধকারাবৃত, তাহাতে আবার মেঘোদয় হওয়াতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কিন্তু মেঘের যেরূপ আকৃতি দেখিতেছি, বোধ হয় অচিরাৎ অচিরপ্রভার প্রভা বিস্তারিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই আলোকে সমুদায় স্থান দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা। এই বিবেচনায় অনেক ক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে সৌদামিনীর উদয় হইল না দেখিয়া

কহিতে লাগিলেন হায়! দুর্ভাগ্যের সময় অবশ্যম্ভাবী বিষয়ও ঘটিয়া উঠে না। যাহা হউক ইহাকে জিজ্ঞাসা করি এই স্থির করিয়া কহিলেন, হে ভূধরনাথ! তুমি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুরকামিনীকে নয়নগোচর করিয়াছ? পর্ব্বতগুহায় এই শব্দের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বোধ করিলেন, যেন দেখিয়াছি বলিয়া উত্তর প্রদান বাক্য নির্গত হইল; কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই আত্মকৃত জিজ্ঞাসা বাক্যের প্রতিধ্বনি হইল বুঝিতে পারিয়া দুর্ভর শোক-ভারে আক্রান্ত হইয়া মুগ্ধ ও বিচেতন হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে সচেতন হইয়া বিষণ্ণমনে কহিতে লাগিলেন আঃ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি আর ভ্রমণ করিতে পারি না; কিয়ৎ ক্ষণ এই গিরিনদীর তীরে উপবেশন করিয়া তরঙ্গানিলসেবনে তাপিত হৃদয় শীতল করি। এই বলিয়া তথায় উপবিষ্ট হইয়া নদীর নানারূপ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনবরত তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে বোধ হইল যেন নদী ভ্রূভঙ্গী করিয়া তর্জ্জন করি-তেছে; হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমকুল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতেছে, তাহাতে বোধ হইল যেন মণিময় মেখলা পরিধান করিয়াছে; স্রোতের উপর ভাসমান ফেনরাশি দেখিয়া বোধ হইল যেন নিতম্ব-স্খলিত বসন আকর্ষণ করিতেছে এবং বক্রগামিনী হইয়া যেন যৌবনসুলভ বিলাসগমন প্রকাশ করিতেছে। নর-পতি এই সকল কামিনীসদৃশ ভাব বিলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বোধ করি কোপনা অভিমান-

ভরে নদীরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। এই স্থির করিয়া উর্ব্বশাবোধে সেই নদীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মানিনি! আমার হৃদয় তোমার প্রতি যে-রূপ অনুরক্ত, তাহা আমার আধুনিক অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে এবং প্রণয়ভঙ্গভয়ে কখন পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে আমার সাহস হয় নাই, তথাপি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলে বল? কল্লো-লিনী অচেতন, তাঁহার বিলাপ ও পরিতাপ কি বুঝিবে; সুতরাং নরপতি কোন উত্তর না পাইয়া বুঝিতে পারি-লেন, ইহা যথার্থই স্রোতস্বতী, আমার প্রেয়সী নহে; নতুবা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রাভিসারিণী হইবে কেন। যাহা হউক আর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কি হইবে, বরং যে স্থানে তাঁহাকে হারাইয়াছি তথায় গিয়া অন্বেষণ করি। এই বলিয়া গন্ধমাদনবনাভিমুখে প্রস্থান করিতে করিতে এক হরিণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, ইহাকেও একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই বলিয়া তাহাকে কহিলেন হে হরিণরাজ! তোমার ন্যায় আকর্ণবিশ্রান্তলোচনা আমার প্রিয়তমা কোন্ দিকে গমন করিয়াছেন বলিতে পার? সে পশু, তাঁহার কথা কি বুঝি-বে; নৃত্য করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া নরপতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিগেন, হায়! দৈব প্রতিকূল হইলে যে সর্ব্বত্র পরাভূত হইতে হয়, এত দিনে ইহা আমার সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল।

অনন্তর নরপতি কোন স্থানে উর্ব্বশীর দর্শন বা সমাচার না পাইয়া নিতান্ত অধীর হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হা প্রিয়তমে! হা গজেন্দ্রগামিনি! হা মঞ্জুভাষিণি! হা মদর্থস্বরলোকপরিত্যাগিনি! হা জীবিতেশ্বরি! তুমি কোথায় আছ, একবার আমার কথার উত্তর দাও, একবার আসিয়া স্বচক্ষে আমার দশা দেখিয়া দাও; আমি তোমার অদর্শনে সমস্ত সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। হায় তোমার মনে কি এই ছিল! আমাকে এই রূপ যন্ত্রণা দিবে বলিয়াই কি তখন তাদৃশ প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়াছিলে? তোমার সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও অলৌকিক অনুরাগ কোথায় গেল? পূর্ব্বে আমার সমক্ষে যে সমস্ত অনুকূল কথা বলিতে, সে সমুদায়ই মিথ্যাস্তুতিবাদ মাত্র; নতুবা তুমি যাহার ক্ষণার্দ্ধ অদর্শনে প্রলয় জ্ঞান করিতে, এক্ষণে তাহার চিরবিরহ কি রূপে অকাতর মনে সহ্য করিতেছ এবং যাহার অত্যল্প মাত্র শারিরীক অসুখ শ্রবণ করিলে নিতান্ত ব্যাকুল হইতে, এক্ষণে তাহার ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা ও নিতান্ত দুর্ব্বিষহ দুরবস্থা দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? বুঝিলাম তুমি যে সকল ভাব আন্তরিক বলিয়া ভান করিতে, সে সমুদায়ই মৌখিক; যাহা হউক যেখানে যাই, সর্ব্বত্র তোমার অঙ্গলতিকার অনুকারি সুকুমার বস্তুজাত নয়নগোচর হয়, কিন্তু সেই মোহিনী মূর্ত্তি এককালে অলক্ষিত হইল। হায়! কেন অপ্সরগণের কাতর স্বর আমার শ্রবণগোচর হইল, কেন-

ই বা দুর্বৃত্ত কেশীর প্রাণ সংহার ককিলাম, কেনই বা দর্শন দিবসাবধি হৃদয় অনুরক্ত হইল! হা দগ্ধবিধে! যদি সেই চিরসঞ্চিত সুখে একবারে বঞ্চিত করিবি বলিয়া তোর মনে ছিল, তবে কেন তাঁহার রূপে পক্ষপাতী করিয়া আমাকে সাধুগণের নিন্দাস্পদ, সহচারিগণের উপহাসাস্পদ, রাজ্ঞীর রোষাস্পদ ও প্রজাগণের শোকাস্পদ, পরিশেষে বনচর করিয়া দুর্ব্বিষহ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিলি? হা সম্পূর্ণচন্দ্রাননে! এ অধীনকে পরিত্যাগ করিবে বলিয়া যদি তোমার মনে নিশ্চয় ছিল, তবে কেন দর্শনক্ষণাবধি তাদৃশ প্রণয় প্রকাশ করিলে? কেনই বা একাবলীমোচনচ্ছলে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আমার হৃদয় হরণ করিলে? কেনই বা সামান্য মানবের জন্যে অশেষসুখনিধান সুরলোক পরিত্যাগ করিলে এবং কি অপরাধেই বা আমাকে যাবজ্জীবন সুখে বঞ্চিত করিলে? আমি আদ্যোপান্ত মনে করিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কখন স্বপ্নেও তোমার অনাদর করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; ববং আমি যে সর্ব্বথা তোমারই অধীন ছিলাম, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। দেখ! যে হস্ত তোমার শরীর সম্বাহনে ও পরিচ্ছদ পরিধাপনে নিযুক্ত ছিল এবং তুমি গলে ধারণ করিবে বলিয়া যাহা নানাজাতি পুষ্প চয়ন করিয়া মনোহর মাল্য প্রস্তুত করিত, যাহা তোমার চরণ রঞ্জনার্থ অলক্তক ধারণ করিত, যাহা তোমার বদনারবিন্দে সাদরে সুরস ভক্ষ্য ও পানীয় অর্পণ করিত, যাহা তোমার তাম্বূলকরঙ্ক ধারণ করিয়া থাকিত, যাহা

তোমার অঙ্গে সুগন্ধি বিলেপনদানে ব্যাপৃত থাকিত, যাহা তোমার সাস্থ্যকর বায়ু সঞ্চালনার্থ ব্যজন সঞ্চালন করিত এবং যে কোন আবশ্যক বিষয়ে সদা তৎপর থাকিত, এক্ষণে সেই হস্ত জড়ীভূত হইয়াছে; এবং যে নয়ন তোমার মোহনরূপ অনবরত অবলোকন করিত, তাহা আর কোন বস্তুতে দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না; যে নাসিকা তোমার মুখকমলের সুরভিগন্ধ আঘ্রাণ করিত, তাহা আর কোন গন্ধ আঘ্রাণ করিতে প্রবৃত্তি করে না; যে কর্ণ নিয়ত তোমার সুধাময় বচনবিন্যাস ও নূপুররণিত শ্রবণ করিত, তাহা আর কোন মধুর ধ্বনি শুনিতে সম্মত নহে; যে ত্বক্ তোমার সুখস্পর্শ অঙ্গ স্পর্শ করিত, তাহা আর কোন বস্তুই স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয় না এবং যে রসনা তোমার সহিত সতত পরিহাস করিত, এক্ষণে তাহা তোমার গুণবর্ণন ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ উচ্চারণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতেছে। যাহা হউক, তুমি কি এই জনশূন্য প্রান্তরে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছে, কি এই ভীষণ গহন কাননে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হস্তগত হইয়াছ, কি অসহায়িনী বলিয়া দানব কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছ, কি রোষাবেশে সুরলোকে প্রস্থান করিয়াছ? ইত্যাদি নানা প্রকার সন্দেহে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, শীঘ্র একবার চন্দ্রানন প্রদর্শন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন কর। আর কি অপরাধেই বা আমাকে পরিত্যাগ করিলে অকপটহৃদয়ে একবার সেই কথাটি বলিয়া যাও, তাহা হইলেই আমি নিঃসন্দেহ হই। এই

রূপ ও অন্যরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর অরণ্যে রোদন করিলে কি হইবে। যদি কোন পদবীতে প্রেয়সীর কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাই, তাহারই অন্বেষণ করি এই বলিয়া কথঞ্চিৎ গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে এক শিলাতলে এক রক্তবর্ণ মণি অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই সম্মুখস্থিত শিলাখণ্ডে যে লোহিত বস্তু দেখিতেছি, ইহা কি হরিহত গজমাংসের কিয়দংশ; না, তাহা হইলে এরূপ চিক্কণ হইবে কেন; তবে কি অগ্নিকণা; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে অগ্নিকণা কখনই এমত উজ্জ্বল থাকিতে পারে না; বোধ হয় লোহিতবর্ণের হীরকখণ্ড হইবে; নতুবা অন্য কোন বস্তু এরূপ অব্যাহত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে পারে না; আর ইহার উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন দিনকর নিজ করাবলী দ্বারা ইহা উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; যাহা হউক গ্রহণ করিতে হইল, এই নিশ্চয় করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যথার্থই রক্তবর্ণের মণিখণ্ড। গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা যাঁহার মন্দারমালাবেষ্টিত বেণীবন্ধের মধ্যস্থলে বিন্যস্ত করিবার উপযুক্ত, যদি সেই সুকেশা প্রেয়সীই অদৃশ্যা হইলেন, তবে বৃথা কেন হস্তে ধারণ করিয়া ইহাকে অশ্রুস্রোতে মলিন করি, এই বলিয়া যেমন পরিত্যাগ করিলেন, তৎক্ষণাৎ এই আকাশবাণী

তাঁহার কর্ণগোচর হইল, " বৎস্য ! ইহা পরিত্যাগ করিও না, শীঘ্র গ্রহণ কর। ইহা ভগবতী পার্ব্বতীর চরণরাগসম্ভূত বস্তু, ইহার নাম সঙ্গমমণি। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, যে ব্যক্তি ইহাকে ধারণ করে, অচিরাৎ তাহার দূরস্থ বন্ধুজনের সহিত সমাগম হয়। " নরপতি শ্রবণ মাত্র উৎসুকচিত্তে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সঙ্গমমণে! যদি তুমি সেই প্রাণেশ্বরীর সহিত আমাকে সমাগত করিতে পার, তাহা হইলে আমি যাবজ্জীবন তোমাকে শিরোমণি করিয়া মস্তকে ধারণ করিব। এইরূপ কহিতে কহিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক অনুৎফুল্লকুসুম লতা বিলোকন করিয়া কহিলেন হায়! এই পুষ্পহীন লতা দেখিয়া কি নিমিত্ত আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। যত বার দেখি ততই অনন্যদৃষ্টে দেখিতে ইচ্ছা হয় এবং অকারণে অন্তঃকরণে উর্ব্বশীদর্শনোদ্ভব হর্ষোদয় হইতেছে। বুঝি সেই অভিমানিনী ক্রোধভরে লতারূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন, কারণ ইহার অচিরোদ্গত নববারিসিক্ত রক্তপল্লব দেখিয়া বোধ হয় যেন কোপনার অধরস্থল অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছে; পুষ্পবিরহে বোধ হয় যেন অভিমানভরে সমুদয় আভরণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ভ্রমরগুঞ্জিতাভাবে বোধ হয় যেন মৌনভাবে চিন্তা করিতেছেন; যাহা হউক এই লতা সর্ব্বথা প্রেয়সীর অনুকারিণী। অতএব একবার ইহাকে হৃদয়স্থা করিয়া সকল দুঃখের অবসান করি, এই বলিয়া তাহা আলিঙ্গন করিবামাত্র উর্ব্বশী স্বরূপ প্রাপ্ত

হইলেন এবং তাঁহার শরীরস্পর্শসুখ রাজার অনুভূত হওয়াতে নরপতি নিমিলিতনেত্র হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! ইহার স্পর্শ প্রেয়সীর গাত্রস্পর্শের ন্যায় আমাকে সুস্থ ও শীতল করিতেছে; কিন্তু প্রিয়া বোধে যে যে বস্তুতে প্রণয়ী হইয়াছিলাম, পরিশেষে সর্ব্বত্র প্রতারিত হইয়াছি, এক্ষণে আর সহসা দগ্ধ নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রতারিত হইব না, এই বলিয়া নেত্র নিমীলন করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ সুখের সময় চক্ষু নির্মীলিত হইয়া থাকিতে পারিবে কেন; শীঘ্রই তাঁহাকে নেত্র উন্মীলন করিতে হইল। উন্মীলন করিবামাত্র উর্ব্বশীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র বিমোহিত, বিচেতন ও ধরাতলশায়ী হইলেন। উর্ব্বশী সত্বর হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়া কহিলেন মহারাজ! আশ্বাসিত হউন। উর্ব্বশীর এই অমৃতময় বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নরপতি সচেতন হইয়া বাষ্পস্খলিত বচনে কহিতে লাগিলেন। আহা প্রিয়ে! কি দেখিলাম, আজি আমার কি শুভ দিন! তোমার বদনসুধাকর প্রত্যক্ষ হইল! পুনর্ব্বার তুমি আমার ইন্দ্রিয়গণ ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই; বিশেষতঃ যখন গন্ধমাদনাবধি এপর্য্যন্ত যাবতীয় স্থান অন্বেষণ করিয়া ও তত্রত্য প্রাণিবর্গের নিকট করুণবাক্যে প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তখন আমার হৃদয় এই নিশ্চয় করিল, যে তুমি নিতান্ত অভিমান ও রোষপরবশ হইয়া

এ অধীনকে একবারে পরিত্যাগ করিলে; ফলতঃ আমি অমাত্য বর্গ, প্রজাবর্গ, সহচরবর্গ, পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাম্রাজ্য সুখ বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কেবল স্থানে স্থানে তোমার অনুকারী বস্তুজাত, মধ্যে মধ্যে সমাশ্বাসিত করিয়া তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিল; সুতরাং সেই আশাপিশাচীর দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এই দুর্ভর দেহভার বহন করিতেছি, কিন্তু তুমি যে এপর্য্যন্ত আমাকে স্মৃতিপথ হইতে নির্ব্বাসিত কর নাই, ইহাতেই আমার সমুদয় দুঃখ অন্তর্হিত হইল। আইস একবার তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি। এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দাশ্রুস্রোতে রাজার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। ঊর্ব্বশী সাশ্রুনয়নে করকমলে অঞ্চল ধারণপূর্ব্বক নেত্রজল মোচন করিয়া বাষ্পোপরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আর কেন অকারণে শোকাগ্নির উত্তেজনা করেন? শোকাবেগ সম্বরণ করুন। কেবল দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্তই এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল; এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র অপরাধ নাই। নরপতি এই কথা শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! বল দেখি এত দিন একাকিনী কোথায় কিরূপে কালাতিপাত করিলে? উর্ব্বশী বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান কার্ত্তিকেয় শাশ্বত কৌমারব্রতে ব্রতি হইয়া এই বনে বাস করিতেন এবং এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, যে স্ত্রীলোক এই স্থানে প্র-

বেশ করিবেক, প্রবৃষ্ট মাত্র তাহাকে লতারূপে পরিণত হইতে হইবে এবং গৌরীচরণরাগসম্ভূত সঙ্গমমণি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রকৃতিস্থা হইতে পারিবে না; কিন্তু আমি ভরতশাপে দিব্যজ্ঞানশূন্য; সুতরাং সে নিয়ম বিস্মরণ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়াছিলাম; আসিবামাত্র লতারূপ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এই কথা রাজার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে কহিলেন, প্রেয়সি! ইহা যথার্থই বটে; নতুবা তুমি এক শয্যায় নিদ্রাবেশে কিঞ্চিৎ অন্তরিত হইলে যাহাকে প্রবাসগত বোধ করিতে, তাহার সহিত এত দীর্ঘ বিয়োগ সহ্য করিতে পারিবে কেন? আর সঙ্গমমণিই যে শাপমোচনের এক মাত্র উপায়, ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দেখ দেখি, বোধ করি এই সে সঙ্গমমণি।

উর্ব্বশী উৎসুকনয়নে অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই মণি আপনার হস্তে ছিল বলিয়াই সেই লতাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র আমি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! আমি কি হতভাগিনী! যিনি শত শত অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া বারংবার আমাকে দুস্তর দুঃখ পারাবার হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন, আমি তাঁহার অণুমাত্র উপকারিণী না হইয়া কেবল পদে পদে দুঃখের হেতু হইলাম! নরপতি সস্পৃহ বচনে কহিলেন প্রেয়সি! আর সে সকল দুঃখের কথায় প্রয়োজন নাই। আইস, এ মণি তোমার ললাটে বিন্যস্ত করি। এই বলিয়া তথায় বিন্যাস করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এই মণিরাগে তোমার

মুখকমল রঞ্জিত হইয়া বালাতপরক্ত সরোজশোভা বিস্তার করিয়া আমার হৃদয়কমল বিকসিত করিতেছে। উর্ব্বশী বিনীতবচনে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! আর এখানে অধিক কাল ক্ষেপণ করা অবিধেয়। যেহেতু অনেক দিন হইল আমরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; কি জানি সহসা বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আটক নাই। রাজা কহিলেন ইহা যথার্থ বটে, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, রাজধানী গমনে সত্বর হও। উর্ব্বশী কহিলেন মহারাজ! কিরূপ যানারোহণে যাইতে অভিলাষী? রাজা কহিলেন প্রেয়সি! সৌদামিনী যাহার পতাকা ও সুরধনুর বিচিত্রবর্ণ যাহার চিত্রশোভা বিস্তার করে, সেই বারিবাহবিমানে আরোহণ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। উর্ব্বশী তথাস্তু বলিয়া স্বীয় প্রভাবে মেঘবিমান আনয়ন করিয়া উভয়ে আরোহণ পূর্ব্বক নানা হাস্য পরিহাস করিতে করিতে রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী।

পঞ্চম অঙ্ক।

নরপতি উর্ব্বশী সমভিব্যাহারে রাজধানীতে উপনীত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উর্ব্বশী তৎসহযোগে গর্ভবতী হইলেন, সুরপতির শাপান্তকর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! সকলই গর্ভোদয়ে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ ও স্বামীকে প্রদর্শন করিবার প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি কি হতভাগিনী! স্বামী পুত্রমুখ বিলোকন করিলে, আমি তাঁহার বদনসুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইব, এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। যাহা হউক গোপনে গর্ভাবস্থা অতিবাহন করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে কোন রূপে স্থানান্তরে প্রসব করিয়া কাহারও হস্তে সন্তান সমর্পণ করিব- এই নিশ্চয় করিয়া নিয়ত তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অপ্সরজাতির গর্ভলক্ষণ মনুষ্যগণের ন্যায় অনায়াসলক্ষ্য নহে; সুতরাং কিঞ্চিৎ প্রযত্ন ও কৌশল অবলম্বন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে গর্ভাবস্থা অতিক্রম করিলেন এবং এক বিজন প্রদেশে এক সুকুমার কুমার প্রসব করিয়া সত্বর গমনে সেই সদ্যো-

জাত সন্তানকে চ্যবন মুনির আশ্রমে সত্যবতী নাম্নী এক তাপসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজমহিষী পুত্রাভাবে সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়ে নিরুৎসাহ ও সর্ব্বক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস নরপতি তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তোমাকে নিয়ত চিন্তাকুল ও দিন দিন তোমার মুখকমল ম্লান ও বিবর্ণ দেখিতেছি কেন? রাজ্ঞী সবাষ্প নয়নে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমাদিগের ধন সম্পত্তি ও পরিজন প্রভৃতি আবশ্যক সামগ্রীর মধ্যে কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু এক বস্তুর অভাবে সমুদায় সংসার শূন্যময় দেখিতেছি। গৃহীগণের গৃহস্থাশ্রমে পুত্র ভিন্ন রমণীয় বস্তু আর কিছুই নাই। এই অসার সংসারে পুত্রই সার পদার্থ। মনুষ্যগণ পুত্রমুখ অবলোকন না করিলে পুন্নাম নিরয় ও পৈতৃক ঋণ হইতে পরিত্রাণ পায় না এবং অপুত্রের পুত্রশূন্য মনোহর হর্ম্ম্য প্রচুরধনপূর্ণ হইলেও অরণ্যের ন্যায়, শূন্যের ন্যায় ও শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আর যে দম্পতী সন্তানের মুখচন্দ্র দর্শনে অধিকারী হইল না এবং অপত্যের অর্দ্ধোচ্চারিত অমৃতসিক্ত বাক্য যাহাদের শ্রবণগোচর হইল না, যাহারা সর্ব্বাঙ্গীন সুখস্পর্শ তনয়শরীর স্পর্শ করিতে পাইল না, তাহাদের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ গৃহীদিগের বার্দ্ধক্যে পুত্রই এক মাত্র অবলম্বন; সুতরাং

বৃদ্ধাবস্থায় অপুত্রকদিগকে যেরূপ নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, এবং নিঃসন্তানের ধন সম্পত্তি পরিণামে জ্ঞাতি কুটুম্বের বা কোন প্রবল ব্যক্তির অথবা ভূপতির ভোগ্য হইয়া থাকে। দেখুন, আজন্ম শ্রমার্জ্জিত সম্পত্তি যে অন্যের হস্তগত হয়, ইহা সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে; এবং সকল ব্যক্তিই নিঃসন্তানদিগকে পাপী ও অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব তাহাদের নামোচ্চারণ করিতেও দুরদৃষ্ট জন্মিবার আশঙ্কা করিয়া থাকে। মহারাজ! পাছে পরিণামে আমাদিগকেও এই সকল ফল ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে আমি সর্ব্বদা শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করি।

রাজা কহিলেন, দেবি! দৈবায়ত্ত বিষয়ে শোক বা পরিতাপ করিলে কি হইবে। যাহাতে দৈব অনুকূল হয়েন এবং দৈবের অনুকূলতা সাধনার্থ শাস্ত্রকারেরা যে সকল ধর্ম্মাচরণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান করা বিধেয়। দৈব অনুকূল হইলে অবশ্যই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই নিশ্চয় করিয়া পর দিন অবধি দীন দরিদ্র অনাথদিগকে ও স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিতে লাগিলেন, নিয়ত দেবসেবা, অতিথি সেবা ও ব্রাহ্মণ শুশ্রূষায় যত্নবান হইলেন; সস্ত্রীক হইয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গঙ্গাতীরে এক পটমণ্ডপ নির্ম্মিত করাইলেন এবং প্রত্যহ সেই স্থানে স্নান পূজা সমাধান করিতে লাগিলেন।

একদা ঘটনাক্রমে ভৃত্যেরা রাজার মৌলিরত্ন সঙ্গমমণি তালবৃন্তাচ্ছাদিত করিয়া পটমণ্ডপের বহির্ভাগে রাখিয়াছিল। রাজা ও মহিষী উভয়ে গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া স্নানাদি করিতেছেন, এমন সময়ে এক গৃধ্র মাংসখণ্ড বোধে সেই মণি গ্রহণ করিয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইল; তাহা দেখিয়া সকলেই হায়! মহারাজের শিরোভূষণ এক গৃধ্র কর্ত্তৃক অপহৃত হইল! এই বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। নরপতি শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে তীরে উঠিলেন এবং কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রেচক! দুষ্ট বিহগতস্কর তোমাদিগের সম্মুখ হইতে মণি লইয়া গেল; তাহার কি প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই? যাহা হউক সে কোন্ দিকে পলায়ন করিল বলিতে পার? কঞ্চুকী ভয়স্খলিত বচনে কহিল, মহারাজ! দেখুন ঐ সেই বিহগাধম চঞ্চুপুটে মণির সূত্র ধারণ করিয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। নরপতি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, পতঙ্গমুখস্থিত মণির লোহিত প্রভা অরাতচক্রের ন্যায় বলয়াকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া পার্শ্বস্থ বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! এই নীচজাতি পক্ষী কি শরনিঃক্ষেপের যোগ্য পাত্র? মানবক কহিলেন, বয়স্য! ইহা যেরূপ অসুলভ রত্ন হরণ করিয়াছে, তাহাতে কোন ক্রমেই শকুন্তবোধে ঘৃণা করা উচিত নহে; বিশেষতঃ এ জীবিত থাকিতে মণিলাভও নিতান্ত দুষ্কর হইবে; অতএব আমার মতে যত শীঘ্র সম্ভবে ইহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। নরপতি তাঁহার

সমুদয় বাক্যার্থ অবগত হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি যথার্থই অনুভব করিয়াছ। এই কথা কহিয়া পরিচারকদিগকে শরাসন আনয়নের অনুমতি করিলেন। দুরন্ত গৃধ্র ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে রাজা কহিলেন, সখে! দেখিতে দেখিতে দুরাশয় একবারে অদৃশ্য হইল। মানবক কহিলেন বয়স্য! দুর্ম্মতি এই দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে। নরপতি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন সখে! দেখ, ঐ দিকে কেমন শোভা হইয়াছে। শকুনিহৃত রত্নের প্রভামণ্ডল প্রকাশিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন দক্ষিণ দিক অশোক পুষ্পের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ধনুর্হস্তা এক যবনী উপস্থিত হইয়া কহিল মহারাজ! এই সশর শরাসন গ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন সে মাংসপিশাচ বাণপথের অতীত হইয়াছে। এক্ষণে উহা আর আবশ্যক নাই; যথাস্থানে স্থাপন কর, বলিয়া যবনীকে বিদায় করিলেন। অনন্তর আর শরক্ষেপের চেষ্টা করা বৃথা ইহা নিশ্চয় করিয়া কঞ্চুকীকে কহিলেন, আর্য্য তালব্য! নগরস্থ ব্যাধপল্লিতে এই কথা প্রচারিত করিয়া দাও, যেন তাহারা সকলেই সায়ংকালে পক্ষিনিবাসবৃক্ষে এই বিহগাধমের অন্বেষণ করে এবং যে ইহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে সে সবিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। কঞ্চুকী যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মানবক কহিলেন বয়স্য! বিশ্রাম কর। যদিও সে পক্ষী

সম্প্রতি তোমার বাণপথ অতিক্রম করিল, কিন্তু তোমার শাসন হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। নরপতি উপবেশন করিয়া কহিলেন, সখে! সেই মণি কেবল মহামূল্য নহে, বিরহিত বন্ধু সমাগমের এক মাত্র সাধন; এই নিমিত্ত আমি তাহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছি। পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! সেই বিহংগাধম এক বাণ দ্বারা আবিদ্ধ হইয়া মৌলিরত্নের সহিত সহসা অন্তরিক্ষ হইতে পতিত হইয়াছে। এই আকস্মিক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। কঞ্চুকী মণি প্রক্ষালন করিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! এই প্রক্ষালিত মণি কাহার হস্তে প্রদান করিব? রাজা কহিলেন কোষাগারে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে দাও। পরে এক কিংরাত সেই মণি কোষাগারে লইয়া গেল।

অনন্তর রাজা বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কাহার বাণ, কিছু স্থির হইয়াছে? সে কহিল মহারাজ! কিছুই স্থির হয় নাই; কিন্তু এই শর অক্ষরাঙ্কিত দেখিতেছি, দর্শন শক্তির অল্পতা প্রযুক্ত সম্যক্‌রূপে পাঠ করিতে পারিতেছি না। নরপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া সস্পৃহ বচনে কহিলেন, দেখি দেখি কাহার নামাক্ষর। কঞ্চুকী বাণ রাজার সম্মুখে ধারণ করিলে তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্তি হইলে, মানবক জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কাহার নামাক্ষর অবধারিত হইল? নরপতি কহিলেন

সখে! বর্ণাবলী দ্বারা প্রতীত হইতেছে, ইহা উর্ব্বশীর গর্ভজাত সন্তানের শর। এই কথা শুনিয়া মানবক সানন্দবচনে কহিলেন বয়স্য! উর্ব্বশীগর্ভে আপনার এক সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই পুত্র যে বয়ঃপ্রাপ্ত ও ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছে, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। রাজা সোৎকণ্ঠ চিত্তে কহিতে লাগিলেন বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উর্ব্ব-শীকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করি নাই; কিন্তু এপর্য্যন্ত কখন তাঁহাকে গর্ভলক্ষণাক্রান্ত বোধ হয় নাই, অথচ তাঁহার সন্তান জন্মিয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভবে। কিন্তু কিছু দিন তাঁহার চুচুকাগ্রে নীলিমা, মুখকমলে পাণ্ডুতা ও শরীরে কৃশতা লক্ষিত হইয়াছিল, ইহাই কি গর্ভসঞ্চারের সম্পূর্ণ লক্ষণ। মানবক কহিলেন বয়স্য! উর্ব্বশী দেবযোনি, মানবী নহেন; সুতরাং মানুষীগত লক্ষণ হইতে তাঁহাদের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। রাজা কহিলেন সখে! গর্ভাবস্থা গোপন করিবার প্রয়োজন কি? মানবক কহিলেন বয়স্য! দেবরহস্য অতীব গুঢ়, অনায়াসে সমুদয় মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া সহজ নহে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কঞ্চুকী মহারাজের জয় হউক বলিয়া উপস্থিত হইল এবং কৃতা-ঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! ভগবান চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে সত্যবতী নাম্নী এক তাপসী একটী সুকুমার বালক সমভিব্যাহারে মহারাজের দর্শনার্থিনী হইয়া উপ-স্থিত হইয়াছেন, যে রূপ অনুমতি হয়। নরপতি সাদর

বচনে কহিলেন তাঁহাদিগকে শীঘ্র লইয়া আইস। কঞ্চুকী যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদিগকে লইয়া প্রবেশ করিল। মানবক তাপসী সমভিব্যাহারী বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! ইহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যাহার শর প্রহারে দুষ্ট শকুনি বিনষ্ট হইয়াছিল, এ সেই ক্ষত্রিয় কুমার, অনেকাংশে আপনার অনুকরণ করিতেছে, বোধ হয় এইটীই আপনার উর্ব্বশীগর্ভসম্ভূত সন্তান। নরপতি কহিলেন সখে! এই অপরিচিত বালককে দেখিয়া আমারও অতিশয় সন্তান স্নেহের আবির্ভাব হইতেছে। দেখ, ইহাকে দেখিতে দেখিতে আমার নেত্রযুগল আনন্দাশ্রুপূর্ণ ও হৃদয়ে বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইতেছে এবং এমত ইচ্ছা হইতেছে যে গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা ইহাকে হৃদয়স্থ করি, এই কথা কহিতে কহিতে কিয়দ্দূর প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাপসীর চরণ বন্দন করিলেন। তিনি যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! ইহাদিগের আকৃতি সাদৃশ্য দ্বারা অপরিচিত ব্যক্তিও এই বালককে ইহাঁর ঔরস পুত্র বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। ইহা কহিয়া সেই বালককে কহিলেন, বৎস! ইনি তোমার পিতা, ইহাঁকে প্রণাম কর। বালক সবাষ্প নয়নে পিতার চরণে প্রণত হইল। নরপতি বাহুযুগলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া ক্রোড়ে উপবেশিত করিলেন এবং তাপসীকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, ভগবতি! আপনার অসামান্য অনুগ্রহ দ্বারা আমার হৃদয় আগমনক্লেশের প্রয়োজন অবগত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে, সবিশেষ বর্ণনা করিলে চরিতার্থ হয়। তাপসী কহিলেন, মহারাজ! এই বালক উর্ব্বশীর গর্ভসম্ভূত, তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ জাতমাত্র আমার হস্তে ইহার লালন পালনের ভারার্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, এই বালক ক্ষত্রিয় কুমার, অতএব যেন ক্ষত্রিয় কুলোচিত জাতকর্ম্মাদি সমাপিত হয়। এই বলিয়া আমার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আমি সেই অনভিনব বালককে লইয়া ভগবান চ্যবন মুনিকে সবিশেষ অবগত করিলাম, তিনি জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করিয়া যথাবিধি শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়াছেন; বিশেষতঃ ধনুর্ব্বেদে ইহাঁর সবিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। অদ্য প্রভাতে ঋষিকুমারগণের সহিত সমিৎকুশ পুষ্পাদি আহরণার্থ বহির্গত হইয়া এক তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। রাজা কহিলেন কি রূপ আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছে? তাপসী কহিলেন, এক পক্ষী এক খণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়া আশ্রমবৃক্ষে বিশ্রাম করিতেছিল, দৃষ্টিমাত্র তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল। ভগবান চ্যবন সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি এই আদেশ করিলেন, "এরূপ ঔদ্ধত্য আশ্রমের উপযুক্ত নহে; অতএব তুমি ত্বরায় ইহাকে উর্ব্বশীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস" এই নিমিত্ত একবার উর্ব্বশীর

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। নরপতি কহিলেন, ভগবতি! ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, উর্ব্বশীকে আপনার আগমন সমাচার দি। এই কথা কহিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করাইয়া কঞ্চুকীকে আদেশ করিলেন, আর্য্য তালব্য! উর্ব্বশীকে ভগবতীর আগমন সমাচার প্রদান কর। কঞ্চুকী যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলে, রাজা সন্তানকে আলিঙ্গন ও তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন বৎস! ইনি আমার পরম বন্ধু ব্রাহ্মণ, ইঁহার পদে বন্দনা কর। বালক বিনীতভাবে মানবককে প্রণাম করিলে, মানবক যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে উর্ব্বশী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরপতি একটী বালকের কেশ সংযত করিতেছেন, দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! এমন সুমধুরমূর্ত্তি বালক মহারাজ কোথায় পাইলেন? ক্রমে তাপসীর প্রতি দৃষ্টিপাত হইবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন, সত্যবতী আমাকে সন্তান প্রদান করিতে আসিয়াছেন। ইটি আমারই জীবনসর্ব্বস্ব দীর্ঘায়ুঃ। হায়! আমি কি হতভাগিনী! প্রসবাবধি ইহার বদন সুধাকর দেখিতে ও অবশ্যকর্ত্তব্য পালন প্রযত্ন করিতে একবারও চেষ্টা করিলাম না এবং সন্তান পরিপালনে যে দিন দিন নব নব সুখানুভব হয়, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আহা! যখন শিশুগণ সুকোমল শয্যায় সুললিত হস্ত পদাদি সঞ্চারণ ও নয়ন

যুগল উন্মীলন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে আরম্ভ করে, যখন জানু ও বাহুলতিকার উপর নির্ভর করিয়া অল্পে অল্পে এক স্থান হইতে স্থানান্তর গমন করিতে ও দুর্ব্বল চরণের সাহায্যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করে এবং যখন পিতা মাতা বা দাস দাসীর অঙ্গুলি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে অভ্যাস করে, ও পদে পদে স্খলিতগতি হয়, এবং যখন অর্দ্ধোচ্চারিত বচনে কিছু কিছু কহিতে আরম্ভ করে ও ক্রমে ক্রমে অব্যাহত বাক্যে সুস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে, এবং শিক্ষকের সদুপদেশ সকল গ্রহণ ও ধারণ করিয়া সুমধুর ভাষায় পিতা মাতার নিকট পরিচয় প্রদান করে, সেই সেই অবস্থায় পিতা মাতার যে অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইয়া থাকে, আমি বন্ধ্যার ন্যায় তৎসুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, ইহাকে যে অব্যাহত ও বর্দ্ধিত দেখিতে পাইলাম, ইহাতেই আমার সমুদায় দুঃখের অবসান হইল। এই রূপ মনে মনে কহিতে কহিতে আগমন করিলেন। নরপতি উর্ব্বশীকে সমাগত দেখিয়া দীর্ঘায়ুকে কহিলেন, বৎস! ইনি তোমার জননী আসিতেছেন। তাপসী কহিলেন, কুমার! ইনি তোমার গর্ভধারিণী, ইহাঁকে প্রণাম কর। কুমার বিনীতভাবে মাতাকে প্রণাম করিল। উর্ব্বশী সবাষ্পনয়নে সন্তানের শিরোঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া তাপসীর চরণে প্রণত হইলে, তিনি স্বামীর অবিচলিত প্রণয়ভাজন হও, বলিয়া অশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী মহারাজ! বিজয়ী হউন বলিয়া

বিনীতভাবে নরপতিকে সম্বোধন করিলে মহীপাল সমাদরে উর্ব্বশীর করগ্রহণ করিয়া আসনে সন্নিবেশিত করিলেন।

সকলে সুখোপবিষ্ট হইলে, তাপসী কহিতে লাগিলেন, বৎসে উর্ব্বশি! তোমার এই দীর্ঘায়ু সমুদায় শাস্ত্র ও সমস্ত শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছে, আর ইহাঁকে তপোবনবাসী করা বিধেয় নহে, এই নিমিত্ত ভগবান চ্যবনের আদেশানুসারে ইহাঁকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে আশ্রমে অনেক কার্য্যোপরোধ আছে, অতএব ত্বরায় তপোবনে যাইতে অভিলাষ করি। উর্ব্বশী বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবতি! আপনি আমার প্রতি যে অসামান্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি চিরক্রীত হইয়াছি, বিশেষতঃ বহু দিন হইল আপনার বিরহদুঃখে দুঃখিত ছিলাম, কিছু দিন সমাগম সুখানুভব ব্যতিরেকে সমুদায় দুঃখ নির্ব্বাপিত হয় না, কিন্তু তপোবন কার্য্যকলাপের ব্যাঘাত করিতেই বা কেমন করিয়া সাহস করি, যাহা হউক পুনর্ব্বার যেন আপনার দর্শন পাই, এই বলিয়া সবাষ্পনয়নে প্রণাম করিলেন। নরপতি কহিলেন আর্য্যে! ভগবান চ্যবনকৃত মহোপকারে আমি তাঁহার ক্রীতদাস হইয়াছি এবং ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি ইহা যেন তিনি জানিতে পারেন। তাপসী তথাস্তু বলিয়া গমোন্মুখী হইলে, কুমার সবাষ্পনয়নে কহিল ভগবতি! আপনি কি যথার্থই গমন করিতেছেন? তবে

আমাকেও লইয়া চলুন। নরপতি প্রবোধবাক্যে কহিলেন বৎস! তোমার প্রথমাশ্রমের কর্ত্তব্যকলাপ সমাপিত হইয়াছে, ইহা দ্বিতীয়াশ্রম পরিগ্রহের সময়, এখন আর তপোবনবাসে তোমার অধিকার নাই, অতঃপর মধ্যে মধ্যে অবসরক্রমে এক এক বার দেখিয়া আসিও। তাপসী কহিলেন বৎস! এক্ষণে পিতার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে সযত্ন হও। এই কথা শুনিয়া কুমার কহিলেন, ভগবতি! যদি তপোবন গমনে নিতান্তই নিরাশ হইতে হইল, তবে কলাপ কণ্ডুয়ন করিয়া দিবার সময় যে আমার অঙ্কে নিদ্রিত হইত, সেই মনোরম ময়ূরটী আমায় পাঠাইয়া দিবেন। তাপসী কহিলেন বৎস! শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব, এই কথা কহিয়া তাপসী গমনোন্মুখী হইলেন। সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলে তিনি যথাবিধানে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কুমারও বিশ্রামার্থ রাজনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর নরপতি প্রফুল্লবদনে ও সাদর সম্ভাষণে উর্ব্বশীকে কহিলেন সুন্দরি! আজি আমি ত্বদ্গর্ভজাত এই সুকুমার নবকুমার পাইয়া পুত্রিগণের অগ্রগণ্য হইলাম। উর্ব্বশী এই কথা শুনিয়া ও মহেন্দ্রকৃত শাপাবসান বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালোচিত আনন্দোদয় না হইয়া অনুচিত অশ্রুপাত হইতে লাগিল দেখিয়া, রাজা সশঙ্কমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! এরূপ সুখের সময়ে তোমার এতাদৃশ অনিবার্য্য দুঃখের উদ্রেক হইল কেন শীঘ্র বল, আমার হৃদয় কম্পিত

হইতেছে। উর্ব্বশী স্খলিতবচনে কহিলেন মহারাজ! প্রথমে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, কিন্তু সহসা দেবরাজের বিষাক্ত বাক্যবাণ হৃদয়ে বিদ্ধ হওয়াতে সমুদায় সুখ এককালে অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন সত্বর সবিশেষ বর্ণনা কর। উর্ব্বশী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনার অনুগ্রহবলে দানবহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া যখন দেবলোকে উপস্থিত হইলাম, সেই সময় দেবসভায় এক নূতন নাটকের অভিনয় হয়, তথায় আমি অভিনয় করিতে করিতে আপনার গুণপক্ষপাতিনী হইয়া কিরূপে রসভঙ্গ করিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না, নাট্যবিধাতা মুনিবর আমাকে তৎকালে তাদৃশ অনবহিত দেখিয়া রোষভরে এই বলিয়া শাপ দেন " যে দুর্বিনীতে! যেহেতু অবহেলা করিয়া আমার সরস নাট্য বিরস করিলি, অতএব অদ্যাবধি দিব্যজ্ঞানে ও দিব্য ভূমিতে তোর কিছু মাত্র অধিকার থাকিবে না।" অনন্তর আমি যথোচিত স্তুতি বিনীতি প্রকাশ করাতে দেবাধিপতি করুণার্দ্র বচনে কহিলেন "বালে! তুমি যাহাতে অনুরক্ত হইয়াছ, তিনি আমার মহোপকারী বন্ধু; অতএব যাবৎ তিনি তোমার গর্ভজাত পুত্রের মুখ অবলোকন না করিবেন তাবৎ তোমাকে তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, পরে স্বীয় প্রভাবশক্তিসম্পন্না হইয়া এখানে আসিবে" এই নিমিত্ত আমি মহারাজের বিয়োগশঙ্কায় ভূমিষ্ঠ হইলেই সন্তানকে চ্যবনাশ্রমে সত্যবতীর হস্তে বিন্যস্ত করিয়া-

ছিলাম, এক্ষণে আপনি সেই সন্তানের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন, আমিও মহারাজের বদনসুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইলাম, এই দুঃসহ দুঃখের অবস্থায় রোদন ভিন্ন আর কি বিনোদন হইতে পারে। নরপতি এই কথা শুনিবামাত্র মুগ্ধ ও বিচেতন হইলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে নানা প্রকার শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মোহ শান্তি করিলে তিনি সচেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হায়! দৈবের কি সুখপ্রতিবন্ধকতা! যেমন কোন বৃক্ষ নববারি-সেকে সুশীতল ও সুস্থ হইলে, আকস্মিক অশনিপাত তাহার জীবন নাশ করে, সেই রূপ আমার সন্তানলাভহৃষ্ট হৃদয়ে প্রেয়সীর বিয়োগ শোকানল প্রজ্বলিত হইল। হায়! আমি কি হতভাগ্য, এত দিন সন্তানবিরহে কত কষ্ট ভোগ করিলাম, যদিও ঘটনাক্রমে মনোমত পুত্র লাভ হইল, কোথায় তাহাকে লইয়া এত দিন নব নব সুখাস্বাদন করিব, তাহা না হইয়া চির দিন দুঃখার্ণবেই ভাসিতে হইল।

মানবক রাজার এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! বোধ হয় দেবরাজ স্বয়ং এ বিষয়ের কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন সন্দেহ নাই, যাহা হউক নিতান্ত শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। উর্ব্বশী দীনবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা ধিক্! আমি কি মন্দভাগিনী, বোধ হয়, এ সময় আমি সুরলোক গমন করিলে মহারাজ আমাকে অবশ্যই স্বার্থপর স্থির করিবেন। এই কথা রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে কহি-

লেন সুন্দরি! অকারণে এরূপ কল্পনা করিও না, তুমি এরূপ ভাবিও না, যে পুরূরবা তোমাকে প্রতারিকা বোধ করিয়া তোমার বিরহ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সাম্রাজ্য সম্ভোগে অনুরক্ত হইবে, আর এই সংসারে কেহই ইচ্ছানুরূপ সুখসম্ভোগে সমর্থ নহে এবং পরাধীনতা অতীব বলবতী। অতএব তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বামিশাসন প্রতিপালন কর, আমি অদ্যই তোমার পুত্রের হস্তে সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া ও বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপোবনে গমন করিব এবং তপস্বিবেশ পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিব। এই বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার হস্তে রাজ্যভার অর্পিত করিয়া সংসারাশ্রম হইতে বহির্গত হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, অতএব তুমি সাবধান ও সতর্ক হইয়া যথাবিধানে প্রকৃতিমণ্ডল পরিপালন করত সম্রাজ্যসম্ভোগ কর। রাজকুমার বিনীতবচনে কহিলেন তাত! বলিষ্টবাহু ভার বহনে দুর্ব্বলকে নিযুক্ত করা কি ন্যায়ানুগত হইতে পারে? নরপতি কহিলেন বৎস! তোমাকে যে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে হইতেছে, ইহাতে বলাবলের কিছুমাত্র কারণতা নাই। দেখ, গন্ধদ্বীপের একটী শাবক বৃহৎ বৃহৎ অনেক হস্তীযূথকে বশীভূত করিতে পারে, এবং ভুজঙ্গশিশুর বিষ অতি শীঘ্র শরীরপাত করিয়া থাকে; ইহাতে বোধ হয়, জাতীয় স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা স্বজাতীয় কার্য্য সাধন করিতে পারা যায়, অতএব তুমি আপনাকে বালক ভাবিয়া শঙ্কিত হইও না। এই কথা

কহিয়া কঞ্চুকীকে আদেশ করিলেন, আর্য্য তালব্য! অমাত্য পর্ব্বতকে কুমারের রাজ্যাভিষেক সামগ্রী আহরণ করিতে বল। কঞ্চুকী যথাজ্ঞা বলিয়া দুঃখিত ভাবে গমন করিল।

অনন্তর নরপতি হঠাৎ গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া মনবককে কহিলেন, সখে! অকস্মাৎ আকাশমণ্ডলে বিদ্যুৎপাত সদৃশ আলোক হইল দেখ! কিয়ৎক্ষণ প্রণিধান পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন সখে! ভগবান নারদ আগমন করিতেছেন, তাঁহারই শরীরপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকময় হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া পরিজনদিগকে শীঘ্র অর্ঘ প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। উর্ব্বশী স্বহস্তে অর্ঘপাত্র আনয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই মুনিবর নারদ আশীর্ব্বাদ ও জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মহর্ষি যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া আসনারূঢ় হইলেন। নরপতি ভক্তিভাবে পাদ্যঅর্ঘ প্রদান করিয়া সপরিবারে আসনগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নরপতি গুরুজনসমাগমোচিত শিষ্টাচার সমাধানান্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনার দর্শনে আমার অন্তরাত্মা পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চঞ্চল অন্তঃকরণ আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসায় একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে; অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহার কৌতুক ভঞ্জন করিলে চরিতার্থ হই। অনন্তর মহর্ষি কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! স্বর্গাধিপতি সমাধি দ্বারা আপনাকে

তপোবনগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়া এই দুরধ্যবসায় হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইলেন এবং এই বিজ্ঞাপন করিতেছেন, যে “ অচিরাৎ অসুরগণের সহিত সুরগণের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, ইহা ভবিষ্যদ্বিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আপনি আমার সমরসহায় ; অতএব এ সময়ে আপনি শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন না, আর উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্ম্মিণী হইল ”। এই কথা শুনিয়া উর্ব্বশী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আ এই বাক্যাবলী যেন আমার অন্তঃকরণের শল্য নিষ্কাষণ করিল। রাজা কহিলেন, ভগবন্! দেবরাজেব আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহেন্দ্রের, ও সুরপতি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। আপনারা পরস্পরের কার্য্যে সাহায্য করাতেই সুরলোক ও মর্ত্ত্যলোক অশেষ সুখের আলয় হইয়াছে। আর আপনি দীর্ঘায়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার বাসনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সুরপতি রম্ভার হস্তে সমস্ত উপকরণ পাঠাইয়াছেন। ঐ দেখুন, রম্ভা সমুদায় লইয়া আসিতেছে। এই বলিয়া আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, রম্ভে! কুমারের অভিষেকসম্ভার আনয়ন কর। রম্ভা উপকরণ আনয়ন করিলে, মহর্ষি কুমারকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া স্বহস্তে অভিষেক কার্য্য সমাপন করিলেন, এবং অব্যাহত প্রভাবে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন কর এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নরপতি ও উর্ব্বশী বৎস! বংশবর্দ্ধন হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর বৈতালিকেরা স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; আপনি নানা গুণে পণ্ডিত ও অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী, সুচতুর, বুদ্ধিমান, সুশীল, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিক; মহারাজের ন্যায় যুবরাজের অধিকারে রাজ্যবাসী সমস্ত লোক কৃষি বাণিজ্যাদি নানা প্রকার উন্নতিকর ও সুখকর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং আপামর সাধারণ সকলেই বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগী ও নানা বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইলে প্রজাগণের সুখের আর পরিসীমা থাকিবে না; তখন আর কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না, কেহ কাহারও সর্ব্বস্বহরণে প্রবৃত্ত হইবে না, কেহ প্রাণান্তেও মিথ্যা কথায় অন্যকে প্রতারিত করিতে সম্মত হইবে না, কেহ কাহারও হিংসা ও দ্বেষ করিবে না, কেহ কাহাকে প্রবঞ্চনা করিবে না, কেহই দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগী হইবে না, কেহই সুরা প্রভৃতি মাদকসেবনে আশক্ত হইবে না, কেহ কাহারও পরিবারকে দুর্নিবার্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে সাহসী হইবে না, কোন ব্যক্তিই আর কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া অলীক কর্ম্মে আস্থা ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাস্থা প্রকাশ করিবে না এবং যথার্থ সাধুগণকে ভ্রষ্টাচার বোধ করিবে না, প্রতারক ভানকারীদিগকে ভক্তি ও তাহাদের প্রতারণাবাক্যে বিশ্বাস করিবে

না, দেশহিতৈষী মহাত্মগণকে স্বার্থপর স্থির করিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বশুভকর সৎকর্ম্মকে অসদভিপ্রায়মূলক বিবেচনা করিবে না, এবং কেহই চিরাগত দেশাচারের দাস হইয়া কুপ্রথার উন্মূলনে ও সুনীতি সংস্থাপনে অবহেলা করিবে না। তখন সকলেই সত্যধর্ম্ম পালনে সযত্ন ও সর্ব্বপ্রকার কুক্রিয়া হইতে পরাঙ্মুখ হইবে, সকল গৃহেই দিন দিন সুখস্বচ্ছন্দতার উন্নতি হইবে, সকলেরই মুখ অকৃত্রিম আনন্দে প্রফুল্ল হইবে, সকলেরই হৃদয় দয়ায় আর্দ্র হইবে, সকলেই কায়মনোবাক্যে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করিবে, এবং সকলেই স্বামিভক্ত ও কৃতজ্ঞ হইয়া রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইবে, তখন সময়ে সময়ে রাজ্য উৎসবময়, রাজধানী আনন্দকোলাহলময়, রাজসভা জয়শব্দময় হইবে। মহারাজের ন্যায় যুবরাজের প্রবল প্রতাপে প্রজাবর্গকে অন্যদেশাধিপতিদিগের আক্রমণ ও অবরোধক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, রাজ্যমধ্যে দস্যুবৃত্তি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বোধ হইবে, পরস্পর দ্বেষ হিংসা স্পর্শমণির ন্যায় প্রাচীন প্রবাদ মাত্র প্রকাশিত হইবে, যথাবিধানে চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলিত হইলে অকালমৃত্যু অন্তর্হিত হইবে, কোন প্রকার হত্যা এককালে সকলেরই অজ্ঞাত হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকার পরম সুখের উদয় হইবে, এই আশয়ে প্রকৃতিমণ্ডলী দিবানিশি আনন্দনীরে নিমগ্ন রহিয়াছে, যুবরাজ তাহাদের মনোরথ অবশ্য পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই।

অনন্তর রম্ভা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

প্রিয়সখি! মহারাজ দীর্ঘায়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। এ অবস্থায় তোমাদের উভয়কে আর একক্ষণের নিমিত্তও পরস্পরের বিয়োগবেদনা অনুভব করিতে হইবে না; বরং প্রতিক্ষণেই নির্ম্মল আহ্লাদলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। উর্ব্বশী প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন, প্রিয়সখি! সন্তান সাম্রাজ্যভার গ্রহণে সমর্থ হইবে, ইহা অপেক্ষা পিতা মাতার আর অতুল আনন্দের বিষয় কি আছে। সখি! তুমি এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর, আমি একবার দীর্ঘায়ুকে তোমার নিকট লইয়া আসি এই কথা কহিয়া পুত্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস্য! একবার জ্যেষ্ঠ মাতার পাদবন্দন করিতে যাইতে হইবে। নরপতি কহিলেন কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব কর আমরা সকলেই সমেত হইয়া তথায় যাইতেছি।

অনন্তর মহামুনি নারদ নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যৌবরাজ্যাভিষিক্ত কুমার দীর্ঘায়ুর মুখকান্তি বিলোকন করিয়া সৈনাপত্যে নিযুক্ত কার্ত্তিকেয় বদনশোভা স্মরণ হইতেছে। ভূপতি হর্ষবিকসিত বদনে কহিলেন, মুনিবর! দেবরাজের এই অসামান্য অনুগ্রহে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হইলাম। মুনিরাজ কহিলেন রাজন্! সুরপতি যত দূর সম্ভবে আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন ইহা অপেক্ষা আপনার কি আর কিছু প্রার্থনীয় আছে? নরপতি কহিলেন, ভগবন্! যদি ভগবান দেবাধিপতি প্রসন্নতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এখনও আমার মনোরথসিদ্ধির শেষ সীমা অতি-

ক্রান্ত হয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ বিরোধবশতঃ লক্ষ্মী ও সরস্বতী-র একাশ্রয়তা লক্ষিত হয় না, যদি হয় তাহা হইলে সাধুগণের প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনা; এবং এই জগতীতলে যদি সকল ব্যক্তিরই বিপজ্জাল অনায়াসে বিনষ্ঠ হয়, সকলেরই তত্ত্বজ্ঞান প্রবল হয়, সকল মনুষ্যেরই মনোরথ উদিতমাত্র সম্পন্ন হয় এবং সর্ব্বস্থানে সর্ব্বাবস্থায় সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে জগতের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত হয়। যদি ভগবান ভূতভাবন সুরপতি আমার এই সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আর আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই, ইহা হইলেই পূর্ণানন্দরসে ভাসমান হই।

এই কথা শুনিয়া মুনিবর কহিলেন, রাজন্! যিনি যে স্থানের প্রভুত্ব পরিগ্রহ করেন, তাঁহার তৎস্থানের এতাদৃশ উন্নতি বাসনাই মঙ্গলকর সন্দেহ নাই; অতএব আপনার এ প্রার্থনা আপনার যথার্থই প্রার্থনীয়; যাহা হউক সুরপতি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছেন, অতএব অনতিবিলম্বে আপ-নার শুভ সন্দেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ভূপতি কহিলেন, ভগবন্! আমরা অপনাদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, যত ক্ষণ দর্শন পাই ততক্ষণ অন্তঃকরণে অপার আনন্দরসের সঞ্চার হয় এবং আত্মাকে নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ বোধ করি,কিন্তু আপনার ইচ্ছা প্রতিবোধ করিতে সাহস হয় না, এই কথা কহিয়া সপরিবারে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। মুনিবর যথাবি-ধানে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া সুরলোকে প্রতিগমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।